রূপান্তর

'বনফুল'

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

আরব্য উপন্যাসের এই সুবিদিত গল্পটি অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত নাটক 'আলিবাবা' রচনা করিয়াছিলেন। আলিবাবা হাস্যরসপ্রধান গীতিনাট্য। সেই একই গল্পকে অবলম্বন করিয়া আমি নাটকটিতে ভিন্ন রস পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

রচনার সময় নাট্যরসিক বন্ধু শ্রীযুক্ত অমিয়মাধব রায়ের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম। সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। ইতি

১৫-৩-৪৫
ভাগলপুর

"বনফুল"

পাত্র-পাত্রীগণ

আলিবাবা ... কাঠুরে

কাসিম ... আলিবাবার ছোট ভাই

সরদার ... ডাকাতের সরদার

জাফর, ফরিদ, আনোয়ার ... দস্যু

আবদালা ... ক্রীতদাস

হোসেন ... আলিবাবার পুত্র

বন-রক্ষক ...

ফতিমা ... আলিবাবার স্ত্রী

সাকিনা ... কাসিমের স্ত্রী

মরজিনা ... কাসিমের ক্রীতদাসী

প্রতিবেশী ...

ভৃত্যগণ ...

রূপান্তর

—ঃ*ঃ—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ান। রাজ-সরকারের সুরক্ষিত বনকর। বনের ভিতর হইতে
ছাট বড় নানা আকৃতির পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে। এই
ার্ব্বত্য-বনভূমির ভিতর হইতে আলিবাবা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির
ইয়া আসিলেন এবং সম্মুখেই একটা গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া তাহার
ধ্যে আত্মগোপন করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন-রক্ষকের
াবেশ।

বন-রক্ষক

লোকটা গেল কোথা! এরা আমাকে পাগল করে
ুধে দেখছি। খাজনা না দিলে এ বনে কাঠ কাটবার
নেই অথচ যত ব্যাটা কাঠুরে এসে এখানে লুকিয়ে
কাঠ কাটবে। ধরতে পারলে ব্যাটাকে মজাটা টের
পাইয়ে দিতাম একবার!

চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

গেল কোথা! এ ঠিক সেই ব্যাটা আলিবাবা! সেদিন ব্যাটাকে ধরেছিলাম—অনেক কাকুতি মিনতি করাতে ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিয়েই ভুল করেছি—সঙ্গে সঙ্গে কাজী সাহেবের ওখানে হাজির করে দিলেই চুকে যেত! এখন এ কতদিন যে আমাকে জ্বালাবে—ও বাবা, খোদ মালিকও যে এদিকে আসছেন দেখ্‌ছি!

প্রধান বন-রক্ষকের প্রবেশ। তিনি যে প্রধান বন-রক্ষক তাহা তাঁহার বেশ-বাস কথা-বার্ত্তা চাপ-দাড়ী প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট। নিম্নতন বন-রক্ষকটি সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

প্রধান বন-রক্ষক

তুমি এদিকে কোথায় ঘুরছ হে রমজান!

বন-রক্ষক

একটা লোক চুরি করে কাঠ কাটছিল—আমাকে দেখেই এদিকে পালিয়ে এল—আমিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এলাম তার সঙ্গে—কিন্তু এখানে এসে আর লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি না।

প্রধান বন-রক্ষক

(ভর্ৎসনার সুরে) 'পাচ্ছি না' বললেই ত চলবে না। খুঁজে বার কর তাকে। সম্প্রতি দেখ্‌ছি কাজে

তুমি ভারি ঢিলে দিয়েছ। আমার কাছে ফাঁকি-টাঁকি চলবে না। আমার আগে ছিলেন নিয়ামৎ খাঁ। তিনি অতিশয় ভালোমানুষ লোক ছিলেন। তাঁর আমলে তোমরা ভারি আস্কারা পেয়ে গেছ। আমি কিন্তু অত্যন্ত রাশভারি লোক তা বলে দিচ্ছি।

চক্ষু পাকাইয়া গোঁফে তা' দিতে লাগিলেন।

কে লোকটা—চিনতে পারলে ?

বন-রক্ষক

আজ্ঞে হ্যাঁ—আলিবাবা বলে একটা কাঠুরে।

প্রধান বন-রক্ষক

আলিবাবা ? আচ্ছা—আজই ব্যাটাকে আমি পাইক পাঠিয়ে ধরিয়ে আনাচ্ছি।

বন-রক্ষক

সে ত বনের ভিতর লুকিয়ে বসে আছে। হুজুর তাকে ধরবেন কি করে ? আমি তখন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি—

প্রধান বন-রক্ষক এই কথা শুনিয়া প্রথমটা একটু হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাহার পর একটু উচ্চতর স্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ

প্রধান বন-রক্ষক

সে না থাকে তার ছেলে বউ যে থাকে তাকে ধরিয়ে আনাব। আমার কাছে চালাকি। তুমি সমস্ত জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, যদি তাকে ধরতে পার। ধরতেই হবে, যাবে কোথা—! আমি যাই তার বাড়ীতে পাইক্ পাঠাবার ব্যবস্থা করি—

চলিয়া গেলেন।

বন-রক্ষক

(এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে) সত্যিই লোকটা গেল কোথা! এ যেন হাওয়ার মত উড়ে গেল। ওই পাহাড়ের কোলটায় খানিকটা ঝোপ মতন রয়েছে ওই দিকটাতে একবার খোঁজ করি—

হঠাৎ সেইদিকে চাহিয়া বন-রক্ষকের সমস্ত শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল একদল ভীষণ-দর্শন ডাকাত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেকের হস্তে শানিত ছোরা।

এ কি! এরা কোথা থেকে এল—

তাহার কথা শেষ হইল না। দস্যুদল নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে আসিয়া তাহার হাত মুখ বাঁধিয়া ফেলিল এবং

তাহাকে গভীর বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। একটু পরেই মৃত্যুর দারুণ আর্ত্তনাদে বনভূমি শিহরিয়া উঠিল।

দস্যুদলের পুনঃ প্রবেশ।

সরদার

(হাতের রক্তাক্ত ছোরাটার দিকে চাহিয়া) আজকের এই লোকটাকে নিয়ে পাঁচ'শ হল। পাঁচ পাঁচ'শ লোক এই ছোরার ঘায়ে শেষ হয়েছে। তোমার ছোরা ক'জন লোক খুন করেছে!

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একজন দস্যুকে প্রশ্ন করিলেন।

দস্যু

গুণে রাখিনি সর্দ্দার। কিন্তু আমারও ছোরা খুন-খোর—

ত্বরিত হস্তে সে ছোরা কোষ-মুক্ত করিয়া আবার কোষ-বদ্ধ করিল।

সরদার

কেউ তোমরা গুণে রেখেছ? কেউ কি বলতে পার যে এক ছোরা দিয়ে পাঁচ'শ লোকের বেশী খুন করেছ? পারো কেউ? আমার চেয়ে বেশী খুনী ছোরা কারো আছে?

দস্যুদল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর একটি বলিষ্ঠদেহ উন্নত-

মস্তক যুবা আগাইয়া আসিল এবং সরদারকে সেলাম করিল।

সরদার

কি বলতে চাও তুমি আনোয়ার!

আনোয়ার

অবিশ্বাস করবেন না ত?

সরদার

অবিশ্বাস! তোমাকে অবিশ্বাস করব!

আনোয়ার

(ক্ষিপ্রগতিতে নিজের ছোরা উন্মুক্ত করিয়া বলিল) আমার এই ছোরা হাজার লোক খুন করেছে। হাজার! কিন্তু তবুও আমি ভৃত্য! আপনি মালিক—আপনি সরদার!

আনোয়ারের চোখে একটা হিংস্র দীপ্তি জ্বলিয়া নিবিয়া গেল।

সরদার

(আনোয়ারের দৃষ্টি লক্ষ্য করিলেন) কে বলেছে আমি মালিক—তোমরা ভৃত্য! আমরা সবাই সমান! তোমার ছোরা দেখে আমি খুব খুশী হলাম—এই ত চাই! তুমি আমাদের দলের শ্রেষ্ঠ শিকারী! এইবার চল যাওয়া যাক—আর এখানে থাকা ঠিক নয়। একটা লোক খুন

হয়েছে এখনি হয়ত খোঁজ পড়বে! তোমরা যাও—আমি একবার এই বনের চারিদিকটা ভাল করে দেখি! তোমরা সোজা আড্ডায় চলে যাও। আমি আসছি এখনি।

দস্যুদল চলিয়া গেল

সরদার

আনোয়ারকে কোন রকমে সরাতে হবে। লোকটা শক্তিশালী। কিন্তু শক্তিশালী বলেই ওকে সরাতে হবে। আমার দলের মধ্যে একজন লোকই মাথা উঁচু করে থাকবে এবং সে লোক আমি। আমাদের দলের মূলমন্ত্র 'চল্লিশজন মোরা চল্লিশ ভাই' কিন্তু ওটা শুধু একটা মুখোস! আসলে আমিই সব—এরা আমার হাতিয়ার মাত্র!

দস্যু সরদারের মুখে এক অদ্ভুত কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি ধীরে ধীরে গভীরতর বনে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। দস্যু সরদার চলিয়া গেলে আলিবাবা তাঁহার লুক্কায়িত স্থান হইতে সন্তর্পণে মুখ বাহির করিলেন। কাছাকাছি আর কেহ নাই দেখিয়া তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিলেন।

আলিবাবা

এ কি ব্যাপার! এরা কারা! চোখের সামনে বন-রক্ষকটাকে হত্যা করলে! এক আধ জন নয়—একদল লোক! এদের কথাবার্ত্তা যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে এরা নিশ্চয়ই ডাকাতের দল। ওই পাহাড়টার তলা দিয়া বেরিয়ে এল দেখলাম। দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা!

এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে আলিবাবা সেই পাহাড়টার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া হঠাৎ একটা বন্য পাখীর চীৎকারে তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া আবার সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দেখা গেল তিনি অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতের সানুদেশে যে গুহা ছিল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলিবাবা চলিয়া যাইবার পর প্রধান বন-রক্ষক একজন অনুচরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে আসিলেন।

প্রধান বন-রক্ষক

(এদিক ওদিক চাহিয়া) রমজান আবার কোথায় গেল। এই ত এইখানে ছিল। বড় ফাঁকিবাজ হয়েছে সব। নিয়ামৎ খাঁ ভাল লোক ছিলেন—এমন আস্কারা

দিয়ে গেছেন! এদের এখন সামলান মুস্কিল। খুঁজে দেখ্‌ তুই!—আলিবাবার বাড়ীর ঠিকানাটা বেশ ভাল করে জেনে নিয়ে তার পর সেখানে গিয়ে যাকে পাবি ধরে নিয়ে একেবারে কাজী সাহেবের ওখানে হাজির করে দিবি। এক গাদা খাজনা বাকী অথচ বনে লুকিয়ে কাঠ কাটছে। হুঁঃ—আমার কাছে চালাকি চলবে না! আমি নিয়ামৎ খাঁ নই—আমি রাশভারি লোক! আলি-বাবার বাড়ির ঠিকানাটা ভাল করে' জেনে নিস।

আবার গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

অনুচর

আমি হুজুর ঠিকানা জানি—

প্রধান বন-রক্ষক

ফের কথার ওপর কথা! আর একটু ভাল করে জেনে নিতে আপত্তিটা কি তোমার। (ধমক দিয়া) খুঁজে দেখ্‌ রমজান কোথায়।

অনুচর এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে রমজানের মৃতদেহটা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই সে "বাপরে বাপ—একি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

প্রধান বন-রক্ষক

কি হল !

অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং গিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

অনুচর

পালাই চলুন—হুজুর !

প্রধান বন-রক্ষক

(সচকিত হইয়া) কি বল্‌লি ! ভাল করে বল না রে কি বল্‌লি—

অনুচর

পালাই চলুন—

প্রধান বন-রক্ষক

পালাব—অ্যাঁ ! একজন কর্ম্মচারী মরে গেল। খোঁজ নেওয়া উচিত কারণটা কি। আলিবাবা নয় ত ?

অনুচর

জানোয়ারে মেরে ফেলেছে হুজুর—বাঘ, শূয়ার কত কি আছে এ জঙ্গলে—! আলি ব্যাটার কি এত সাহস হবে !

প্রধান বন-রক্ষক

উহুঁ সম্ভব নয়। তুই কিন্তু আলিবাবার বাড়ীতে গিয়ে যাকে পাস ধরে একেবারে কাজী সাহেবের

এলাসে হাজির করে দিবি। নাঃ—এখানে থাকা ঠিক নয়—গাটা কি রকম ছম্‌ছম করছে।

একটা বন্য পাখী চীৎকার করিয়া উঠিল। দুইজনে ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন। আলিবাবা পর্ব্বতগুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

আলিবাবা

একি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখলাম! রাশি রাশি মোহর আর রাশি রাশি টাকা! লাল, নীল, হলুদ, সবুজ কত রং বেরঙের চকচকে পাথরের গাদা! হীরে জহরৎ বোধ হয়। চোখ ঝলসে গেছে। ঠিক এরা ডাকাত—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। এ সব লুট করা জিনিস এইখানে লুকিয়ে রাখে। এতদিন এই বনে কাঠ কাটছি এ সন্ধান ত পাই নি কোন দিন। উঃ এ ত ভয়ানক জায়গা হয়ে হয়ে উঠল! চোখের সামনে জলজ্যান্ত ওই লোকটাকে খুন করলে! অ্যাঁ! নাঃ আর এখানে থাকা ঠিক নয়—পালাই!

কিছুদূর গিয়া হঠাৎ থামিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

আচ্ছা···এখন এ টাকা ধন-দৌলত যা কিছু এখানে আছে সব ত আমার হতে পারে। এ ত আমার হতগত। এর সামান্য কিছু অংশও যদি পাই তাহলে কাঠ কাটার দুঃখ আর থাকে না। আমার ঘরে সুখ শান্তি সব আছে।

ফতিমা আছে—হোসেন আছে। নেই কেবল অর্থ! সেই অর্থ ও ত এখন হতে পারে আমার। কি করি! নিয়ে যাব কিছু? কেন নেব না! কেন···? আল্লা—দয়াময়—খোদা তুমি আছ। জীবনে বড় কষ্ট ভোগ করেছি—বহুদিন অনাহারে কেটেছে—আজ তুমি আমাকে দয়া করেছ।··· একি আমি করছি কি—এত চেঁচামেচি করছি কেন? আস্তে।

ধীরে ধীরে আবার সেই পর্ব্বতগুহার দিকে অগ্রসর হইলেন। একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কপাল হইতে ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল—আলি তুই চুরি করছিস! চুরি?—হ্যাঁ চুরিই ত! পরের জিনিষ না বলে নেওয়ার নামই চুরি! কিন্তু এ নিলে কারো ক্ষতি নেই—এ ত ডাকাতদের লুট করা টাকা! ওরা অপরের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে ছিনিয়ে এনেছে! চুরি? হোক চুরি। আমাকে বাঁচতে হবে ত। ডাকাতে আমাদের টাকা লুট করে নেবে—এরা জোর করে খাজনা আদায় করবে, গরিব কাঠুরে বনে কাঠ কেটে দিন চালাই —তা-ও করতে দেবে না! কেন? আমি মানুষ নই— আমার রক্তমাংস নেই—প্রাণ নেই? টাকা যখন পেয়েছি ছাড়ব কেন?

পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তর। একটা গাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া হোসেন বাঁশী বাজাইতেছিল। সন্ধ্যাকাল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। একটি সুশ্রী যুবক আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

যুবক

জনাব, আপনার নাম কি হোসেন আলি ?

হোসেন

(বিস্মিতভাবে চাহিয়া) হ্যাঁ। কে আপনি ?

যুবক

(একটু হাসিয়া) আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না। আমি আপনাদের বাড়ী এসে শুনলাম আলিবাবা এখনও বাড়ী ফেরেন নি। আপনার মা ভারি চিন্তিত হয়েছেন। —আপনিও অনেকক্ষণ বাড়ী ফেরেন নি তাই আপনার মা আমাকে অনুরোধ করলেন—

হোসেন

(গম্ভীরভাবে) ও—

এই বলিয়া তিনি বাঁশীটা রাখিয়া গম্ভীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যুবকের গোঁফ ধরিয়া এক টান দিলেন। গোঁফ খুলিয়া আসিল।

ছি—ছি—মরজিনা গোঁফটা ভাল করে জুড়তেও পার নি!

মরজিনা

(হাসিয়া উঠিল) ঠিক ধরে ফেলেছ তুমি ত !

হোসেন

(হাসিয়া) ও মুখ কি গোঁফ দিয়ে লুকোন যায় ! ও মুখ—

মরজিনা

(মুখের প্রসঙ্গ চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে বলিতে লাগিল) আলি সায়েব এখনও বাড়ী ফেরেন নি। ফতিমা বিবি ভয়ানক ভাবছেন। তুমি এখনি বাড়ী চল।

হোসেন

(কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া) তুমি এই পুরুষ মানুষের সাজ আর এই বেয়াড়া একজোড়া গোঁফ কোথা পেলে আগে বল।

মরজিনা

সে সব বাড়ী গিয়ে বলব।

হোসেন

আমি যে এখানে আছি তাই বা তুমি জানলে কি করে' ?

মরজিনা

সন্ধেবেলা তুমি যে মাঠে বসে' বাঁশী বাজাও এ ত সবাই জানে। ওসব কথা থাক এখন—বাড়ী চল। সমস্ত দিন তোমার খাওয়া হয় নি।

হোসেন

খেতে এখন আমার ইচ্ছে নেই। বাড়ী এখন যাব না।

মরজিনা

তোমার মা ভাবছেন খুব।

হোসেন

(তিক্ত হাসি হাসিয়া) গরীবের মা গরীবের বউ ভাববে না একটু ? ওতে কিছু এসে যায় না। ভাবুক—

মরজিনা

(হাত ধরিয়া টানিয়া) চল চল—কি পাগলামি করছ।

হোসেন

উহু হু ছাড় ছাড়—ওখানে বড় ব্যথা—

মরজিনা

(অপ্রস্তুত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল) কি হয়েছে ওখানে ?

হোসেন

মেরেছে,—দেখছ না ফুলে আছে।

মরজিনা

সত্যিই তারা মেরেছে তোমায়?

হোসেন

খাজনা দিতে না পারলে মারবে না? তারা রাজা আমরা প্রজা। খাজনা দিতে পারি নি মারবেই ত। আমাদের চেয়ে তারা বেশী শক্তিশালী।

মরজিনা

কি বললে তারা তোমায়?

হোসেন

যা বলেছে তা পাঁচজনের কাছে বলবার মত নয়। প্রহারের সঙ্গে যে ভাষা প্রয়োগ করে তা শ্রুতিমধুর নয়। সে শুনে আর কি করবে তুমি মরজিনা।

মরজিনা

এ তাদের ভারি অন্যায়। মারবে কেন?

হোসেন

কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় কে তার বিচার করবে বল। এই চিরকাল চলে আসছে। এইটেই আমরা

স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি। আমি যদি জমিদার হতাম আমিও ওই করতাম। যে সব প্রজারা খাজনা দেয় না তাদের ধরে আমিও চাব্‌কাতাম !

মরজিনা

(হাসিয়া) কক্‌খনো তুমি তা পারতে না।

হোসেন

আমি ত পারতামই। তুমি হলে তুমিও পারতে !

মরজিনা

আমার সম্বন্ধে এই ধারণা বুঝি তোমার !

হোসেন

তোমার সম্বন্ধে কেন সমস্ত মানুষের সম্বন্ধেই আমার এই ধারণা। প্রয়োজন হলে মানুষ পশুর চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর হতে পারে।

মরজিনা

তোমার এ ধারণা ভুল, সব মানুষ সমান নয়।

হোসেন

যাক্ বাজে তর্ক ছেড়ে একটা গান কর দেখি শোনা যাক্—

মরজিনা

(সবিস্ময়ে) এইখানে এই সময়ে গান ! কি যে বল তুমি !

হোসেন

(হাসিয়া উঠিল) এই দেখ হাতে হাতে প্রমাণ। এই সামান্য আইনটুকুও তুমি ভঙ্গ করতে রাজী নও। বে-আব্রু অবস্থায় বসে গান গাওয়াটা তোমার আইন মতে অন্যায়, অতএব তুমি গাইবে না। রাজা তাঁর নিজের আইন অনুসারে আমাকে এক রকম সাজা দিয়েছেন তুমি তোমার আইন অনুসারে আর এক রকম সাজা দিতে উদ্যত হয়েছ। আইন অমান্য করতে কেউ রাজী নও। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তোমরা দুজনেই এক জাতের লোক —অর্থাৎ মানুষ !

মরজিনা

তোমার মত কূটতার্কিক আমি দুটি দেখি নি ! এই সময়ে এখানে গান গাওয়াটা যে কতদূর অসঙ্গত তা তুমি নিজে বুঝতে পারছ না ?

হোসেন

তোমার পক্ষে হয়ত গান গাওয়া অসঙ্গত আমার পক্ষে গান শোনা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। আমার মনে হচ্ছে

এই ত গান শোনার ঠিক সময়। অন্তরে মৌন বেদনা—বাইরে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতাও নেই অজুহাতও নেই। এ সময়ে গান বেশ লাগত।

মরজিনা একটু মৃদু হাসিল মাত্র।

কর না। আমার মনে হয়—হাল্লা হৈ হৈ সিরাজি তবলা নিয়ে যারা গান করে তারা গানের ঠিক মর্য্যাদা দেয় না। গাছের ফুল ছিঁড়ে ফুলদানি সাজানোর মত তা একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। কেবল আড়ম্বর। যারা পুষ্প-রসিক তারা গাছের ফুল কখনও ছেঁড়ে না। গাছের ফুল ছেঁড়ে শিশু আর বর্ব্বর।

মরজিনা

না গাইয়ে ছাড়বে না ?

হোসেন

তুমি কি আজও বোঝনি যে সত্যিকার গান মূর্ত্ত হয় দুজনের সভায়! একজন দরদী গায়ক এবং একজন দরদী শ্রোতা। তৃতীয় ব্যক্তির স্থান সেখানে নেই। অনেকদিন পরে আজ যদি সে সুযোগ এসেছে ছাড়া উচিত কি !

মরজিনা

কোনটা গাইব বল—

হোসেন

যা তোমার খুসী—

গান

ওরে ও হাস্নুহানা
ফুটেছিস্ অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলা
পাছে তোর গোপন কথা যায় রে জানা।

গোপন কথা তবু রে তোর
রইল না ত বুকের ভেতর
সুরভিতে রূপ নিয়ে সে
আবেশে মেলেছে ডানা।

আঁধারের পরদা তুলে
এলো সে আপন ভুলে
এলো সে মধুর বেশে
কে তারে করবে মানা।

হোসেন

কেমন চমৎকার বল ত। বিশেষ করে এই গানটা তোমার মুখে শুনতে ভারি ভালো লাগে।

মরজিনা

বিশেষ করে এই গানটাই কেন ?

একটু হাসিল।

হোসেন

এটা যেন তোমার নিজের জীবন-চরিত নিজের মুখে।

মরজিনা

(লজ্জিত) তুমি থামো ! ওই কে যেন আসছে এই দিকে আমি চললাম। তুমিও চল না—

হোসেন

তুমি যাও আমি যাচ্ছি একটু পরে। মার খেয়ে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়েছে; তা সহ্য করা তত শক্ত নয়, কিন্তু দলে দলে লোক যে সহানুভূতি দেখিয়ে যাবে সেটা সহ্য করা আরো শক্ত। তাই একটু রাত হলে তবে ফিরব। মাকে ভাবতে বারণ করো।

মরজিনা চলিয়া গেল।

দস্যু সরদারের প্রবেশ

সরদার

সেলাম।

হোসেন

(সবিস্ময়ে) সেলাম। মাফ করবেন আপনাকে ত চিনতে পারলুম না।

সরদার

চেনবার কথাও ত নয়। আমিও আপনাকে চিনতাম না। আজ কাজির কাছে আপনার যখন বিচার হচ্ছিল তখন আপনাকেও আমি প্রথম দেখলাম। দেখলাম এবং

দেখে মুগ্ধ হলাম। এমন অবিচলিতভাবে শাস্তি নিতে আমি আর কাউকে দেখি নি।

হোসেন সরদারের মুখের দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

হোসেন

বিচলিত হয়েছিলাম বৈকি, কিন্তু মনে মনে। বাহিরে সেটা প্রকাশ করতে লজ্জা হল।

সরদার

আগাগোড়াই আপনার ব্যবহারে এমন একটা দৃঢ়তার প্রকাশ দেখলাম যা সচরাচর দেখা যায় না। আপনি বেশ সহজভাবেই বল্লেন যে বনে কাঠ কেটে অতি কষ্টে দিন চলে—হাতে বাড়তি টাকা নেই তাই খাজনা দিতে পারি নি। তারপর তারা যখন আপনাকে শাস্তি দিলে তখনও আপনি বেশ সহজভাবে বিনা প্রতিবাদে তা নিলেন। আপনার এই অনাড়ম্বর সহজ ভাবটাই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

হোসেন

(হাসিয়া) তা ছাড়া উপায় কি বলুন! ভিতরের দৈন্যকে চাপা দিতে হলে বাইরে আত্ম-সম্মানের আতিশয্য অবশ্যম্ভাবী। আত্মসম্মানের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করা ছাড়া আর আমাদের উপায় কি!

সরদার

উপায় আছে এবং তাই আলোচনা করতেই আপনার কাছে এসেছি।

হোসেন

(সোৎসুকে) কি রকম ?

সবদার

সে আলোচনা এখানে এখন করা সম্ভবপর নয়। আমার বাড়ীতে যদি যান একদিন—

হোসেন

বেশ ত,—কোথায় থাকেন আপনি ?

সরদার

সে আপনি ঠিক চিনবেন না। কাল আপনি 'এইস্থানে ঠিক এই সময়ে থাকবেন আমি এসে নিয়ে যাব আপনাকে। কাল আপনার নিমন্ত্রণ রইল আমার বাড়ীতে। কথাটি কিন্তু গোপন রাখবেন।

হোসেন

গোপন রাখতে হবে ? কেন ?

সরদার

মাফ করবেন, আজ আমি কিছুই বলতে পারব না।

কাল আসবেন নিশ্চয়ই। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

হোসেন

(একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, বেশ।

সরদার

সেলাম। আমি এখন চল্লাম।

সরদাব চলিয়া গেল! হোসেন কিছুক্ষণ তাহার প্রস্থান পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পব বাঁশীতে ফুঁ দিল।

তৃতীয় দৃশ্য

আলিবাবাব বাড়ী। ফতিমা ও মরজিনা কথা কহিতেছেন।

ফতিমা

এত দেরী ত কোনদিন হয় না। রাত হয়ে গেল এখনও ফিরছেন না। হোসেনকে কি খুব মার ধোর করেছে শুনলি? কার কাছে খবর পেলি তুই!

মরজিনা

(সত্য গোপন করিয়া) সে আপনি চিনবেন না। লোকটি আমাদের ও-বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন।

তিনি মনিবকে বলছেন শুনলাম যে হোসেন নাকি মাঠে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে।

ফতিমা

আক্কেল দেখ দিকি একবার। আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি আর তিনি মাঠে বসে' বাঁশী বাজাচ্ছেন !

মরজিনা

আসবে এখনই। বাঁশী আর কতক্ষণ বাজাতে পারে মানুষ—(একটু হাসিল)। আপনি ততক্ষণ রান্নার আয়োজন করুন আলি সায়েবও এখুনি এসে পড়বেন। আমি যাই। মনিব আবার রাগারাগি করবে যদি জানতে পারে যে আমি এখানে এসেছি।

ফতিমা

আমাদের বাড়ী এলে কাসিম রাগ করে নাকি ?

মরজিনা

তা' একটু করেন বৈ কি। আপনি যেন একথা কাউকে বললেন না।

ফতিমা

না—না—আমি আর কাকে বলব ! বড়লোকের বিধবাকে নিকে করে ত বড়মানুষ হয়েছে—ছিল ত আমাদেরই মত কাঠুরে—নবাবি দেখে আর বাঁচি না !

মুখভঙ্গী করিলেন।

মরজিনা

(একটু হাসিল) আমি যাই তাহলে।

চলিয়া গেল।

ফতিমা

এদের নিয়ে আর পারি না আমি। কারো ফেরবার নামটি নেই। দেখি, রান্নাবান্নার যোগাড় করি।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং একটু পরেই একটি শূন্য পাত্র হস্তে ফিরিয়া আসিলেন।

ওমা, ঘরে যে একগুঁড়ো চাল নেই। সমস্ত দিন না খেয়ে তেতে পুড়ে আসচে। এখন উপায় কি করি।...আর পারি না আমি। সংসারে নিত্যি অভাব লেগেই আছে! আজ চাল নেই—কাল কাপড় নেই—পরশু ঘর সারাতে হবে—তার পরদিন খাজনা দাও। পরিত্রাণ আর নেই। একটা না একটা লেগেই আছে। (একটু ভাবিলেন) দেখি পাড়ায় কেউ যদি চারটি চাল ধার দেয়।

ফতিমা চলিয়া গেলে আলিবাবা প্রবেশ করিলেন। মুখ বিবর্ণ—সমস্ত চেহারায় অপরাধীর ভাব। অতি সন্তর্পণে আসিয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

আলিবাবা

এরা সব গেল কোথা! ফতিমা—হোসেন! ও ফতিমা বিবি—

এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন।

কই, কেউ ত নেই। কোথা গেল এরা? একটু পরামর্শ করা দরকার। কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না! ফিরে রেখে আসব? সেই ভাল। বেশী যদিও নিই নি তবু যেন নিয়ে পর্য্যন্ত গা কাঁপছে। মনে হচ্ছে যেন সাপের মাথার মণি চুরি করে এনেছি। জানতে পারলেই সাপ তাড়া করে আসবে।...ভাল কাজ করি নি। এ বোধহয় শয়তানের কারচুপি—খোদা আমায় পরীক্ষা করছেন।

জামার পকেট হইতে কতকগুলি হীরাপান্না প্রভৃতি বাহির করিলেন এবং ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কি সুন্দর দেখতে! চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। এত দামী জিনিষ কি আমার সইবে? কক্‌খনো সইবে না। ...ফিরে রেখে আসি। কিন্তু কাল থেকে খাব কি? কাল থেকে বনে কাঠ কাটা বন্ধ। আজই তাড়া করেছিল। সেখানে আবার লোক খুন হয়ে গেছে আজ। এরা সব গেল কোথা? একটু পরামর্শ করে...

কথা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া আলিবাবা একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিতে লাগিলেন।

এরা আমায় ছেড়ে চলে যায় নি ত। হয়ত কোনরকমে জানতে পেরেছে যে আমি চুরি করেছি! অসম্ভব। জানবে কি করে? কিন্তু গেল কোথা! হোসেন—ফতিমা—হোসেন—ফতিমা—হোসেন—

অস্বাভাবিকরূপে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ফতিমার প্রবেশ।

ফতিমা

এত চেঁচামেচি করছ কেন? মনে হচ্ছে যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে।

আলিবাবা

ডাকাত? কোথা ডাকাত?

ফতিমা

(হাসিয়া) ডাকাত তুমি স্বয়ং—আবার কে!

আলিবাবা বিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ফতিমা

আজ তোমার এত দেরী হল যে হোসেনকে

কাজীর লোকে এসে ধরে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে তারও কোন পাত্তা নেই। এইমাত্র মরজিনা বলে গেল সে নাকি কোথা মাঠে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে একজন লোক দেখে এসেছে।

আলিবাবা

হোসেনকে কাজীর লোকে ধরে নিয়ে গেছে?

ফতিমা

নিয়ে যাবে না? এতদিনের খাজনা বাকী!

আলিবাবা

আচ্ছা একটা…(ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন)

ফতিমা

শেয়ালের যুক্তি পরে হবে এখন। আগে হাত পা ধোও—সেই কখন চারটি খেয়ে বেরিয়েছ।

আলিবাবা

হোসেনকে ধরে নিয়ে গেল! আমাকেও আজ তাড়া করেছিল। ধরতে পারলে আমাকেও নিয়ে যেত কাজীর কাছে…

ফতিমা

রান্না চড়াতে গিয়ে দেখি ঘরে চাল বাড়ন্ত। ফুল-

বিবির কাছ থেকে চারটি ধার করে আনলাম। তুমি হাত পা ধুতে ধুতেই ভাত হয়ে যাবে। চড়িয়ে দিই তাড়াতাড়ি। হোসেনটা যে কখন আসবে—

রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আলিবাবা

আচ্ছা, ফতিমা কোথাও যদি হঠাৎ কিছু গুপ্তধন পেয়ে যাওয়া যায় কেমন হয় তাহলে—

ফতিমা

(ফিরিয়া একটু মুচকি হাসিয়া) ওসব আজগুবি ধান্দা রেখে হাত পা ধোও দিকি।

ফতিমা রান্নার জোগাড় করিতে লাগিলেন। আলিবাবা হাত পা ধুইয়া একটু পরে ফিরিয়া আসিলেন।

আলিবাবা

মনে কর আজ আমি বন থেকে ফিরে এসে যদি বলতাম, ফতিমা অনেক টাকার সন্ধান পেয়েছি—পাহাড়ের তলায় পাথর চাপা ছিল—তাহলে কি করতিস তুই ?

ফতিমা

(অবাক হইয়া) কি আবার করতাম !

আলিবাবা

রাগ করতিস না ত !

ফতিমা

(হাসিয়া) রাগ করব কেন ! আমি পাগল না কি ? খোদা যদি দৌলত পাইয়ে দেন তাতে রাগ কিসের ? আমাদের কি আর তেমন কপাল যে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাব !

আলিবাবা

সত্যি আজ আমি সন্ধান পেয়েছি—সত্যি বলছি।

ফতিমা

কোথায় ?

আলিবাবা

কাউকে এখন কিছু বলিস্ না। হোসেন পর্য্যন্ত যেন জানতে না পারে। এই দেখ্—

এই বলিয়া তিনি বহুমূল্য প্রস্তরগুলি ফতিমাকে দেখাইলেন।

ফতিমা

(সন্দিগ্ধভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন) কি এগুলো ? খুব চক্‌চক্ করছে ত ! কাঁচ না কি ? এই বুঝি তোমার গুপ্তধন। ছাই !

আলিবাবা

(এদিক ওদিক চাহিয়া—নিম্নস্বরে) ছাই নয়—এগুলো হীরে ! তুই চিনিস্ না। সেখানে আরো আছে—অনেক আছে—প্রচুর আছে—হীরে আছে—সোনা আছে—মোহর আছে—রাশি রাশি আছে—একি এত চেঁচাচ্ছি কেন আমি। (আবার এদিক ওদিক চাহিয়া) শোন্ ফতিমা—ভাল করে শোন—আলিবাবা আর গরীব কাঠুরে নেই—সে আমীর হয়ে গেছে—আমীর হয়ে গেছে—আমীর—আমীর—

ফতিমা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দস্যুদের আস্তানা। সকলেরই হস্তে পানপাত্র। সম্মুখেই একটা অগ্নিকুণ্ডে লোহার শিকে গাঁথিয়া মাংস ঝল্‌সান হইতেছে। দস্যু-সরদার নাই। আনোয়ার এবং আরও কয়েকজন রহিয়াছে।

গান

সার করেছি অর্থ কে
দৈন্য নামে গর্ত্ত কে
ভরতে হবে সর্ত্ত যে
মরতে হবে—মারতে হবে
ভয় করি না—ভয় করি না—ভয় করি না!

চিত্তে আগুন লকলকে'!
দগ্ধ করি শক্তকে
তুচ্ছ করি রক্তকে
মরতে হবে—মারতে হবে
ভয় করি না—ভয় করি না—ভয় করি না!

একজন দস্যু

এতদিন ডাকাতি করছি লাভ হয়েছে কি আমাদের তাতে? লুঠ করে যা নিয়ে আসি সরদারই সব গ্রাস করে।

আর একজন দস্যু

সেদিন হিরাট থেকে যখন অত বড় হীরেখানা নিয়ে এলাম আমাদের সরদারের মুখে সে কি হাসি ! আমার পিঠ চাপড়ে বলে দিলেন 'রহিম বড় খুসী হলাম তোমার ওপর !' বাস্ ওই পর্য্যন্তই !

তৃতীয় দস্যু

এত ধন-দৌলত জহরৎ আমরা যে এনে জমা করেছি এ সব কি একা সরদারেরই ? আশ্চর্য্য বিচার।

চতুর্থ দস্যু

আমরা কিন্তু যখন দলে ঢুকেছিলাম তখন আমাদের শপথ করতে হয়েছিল যে আমরা যেখানে যা পাব সমস্ত সরদারকে এনে দেব। সরদার আমাদের যা দেবেন তাই আমাদের প্রাপ্য। এখন শপথের কথা ভুললে চলবে কেন ?

প্রথম দস্যু

কিন্তু এতদিন ত কাটল—কি দিয়েছে সরদার আমাদের !

আর একজন

আমাদের ভরণ-পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ করছে এটার দামও কি কম ?

আনোয়ার

শোন ভাই সব—নিজেদের ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণ আমরা নিজেরাই করতে পারতাম। মাত্র ওইটুকুর জন্য ডাকাতি করার প্রয়োজন ছিল না। আমরা বড়লোক হতে চাই, ধনী হতে চাই। তা যদি না পারি তাহলে এ ডাকাতি করার কোন অর্থ নেই।

চতুর্থ দস্যু

কিন্তু সরদার আমাদের যে কিছু দেবে না তারও কোন প্রমাণ আমরা পাই নি এখনও—

একাদশ দস্যু

ঠিক কথা। কোন প্রমাণই আমরা পাইনি—(হাস্য)।

তৃতীয় দস্যু

কি ঠিক কথা? এতদিন ত আছি, কি পেয়েছি?

ষষ্ঠ দস্যু

কিন্তু কি শপথ করে ঢুকেছিলাম তা কি ভুলে গেছ? যখন খেতে পাচ্ছিলে না, পরণে কাপড় ছিল না—তখন এই সরদারই তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়েছিল! এখন সে কথা ভুলে গেলে নিমক্‌হারামি হবে!

চতুর্থ দস্যু

হাতে হাত মিলাও ভাই! নিমকহারামির মধ্যে আমিও নেই। দুঃখের সময় সরদার আমাদের বাঁচিয়েছে, প্রয়োজন হলে জান দিয়ে তার দাম শোধ করব!

চতুর্থ ও ষষ্ঠ দস্যু পরস্পর হাত মিলাইল।

আনোয়ার

(অগ্রসর হইয়া) তোমরা নির্ব্বোধ এবং কাপুরুষ। তোমাদের বোঝবার শক্তি নেই যে সরদার তোমাদের ঠকিয়ে তোমাদের উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে নিজে বড়লোক হচ্ছে! তোমাদের সাহস নেই যে সরদারের সামনে মুখ ফুটে কিছু বলতে পার। অথচ মনে মনে সকলে গুমরে মরছ! আমি বোকাও নই, কাপুরুষও নই। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে এসো আমি তোমাদের সরদার হচ্ছি। আমি আল্লার নামে এ-ও শপথ করছি যে যা যখন আমরা পাব সমান ভাগ করে নেব! সমান ভাগ! তোমরা যদি রাজী থাক, এস আজই আমরা সরদারের ভাণ্ডার লুট করি। আমাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি এস আজই আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই।

চতুর্থ ও ষষ্ঠ দস্যু ব্যতীত অপর সকলে

সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল—
"রাজী আছি"।

আনোয়ার

এই লোভী স্বার্থপর সরদার আমাদের রেখেছে—লোকে যেমন কুকুর পোষে—

চতুর্থ ও ষষ্ঠ ব্যতীত সকলে

চাই না এ সরদারকে—

তাহাদের চীৎকার মিলাইতে না মিলাইতে সরদার ও হোসেন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সরদার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আনোয়ার এবং অন্যান্য সকলের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল—

সরদার

আজ তোমাদের প্রত্যেককে ছুটি দিলাম। তোমরা যাও শহরে গিয়ে যার যা খুশি আমোদ কর। এই নাও পাঁচটা করে আসরফি দিলাম আজ তোমাদের—

একটা থলি হইতে আসরফি বাহির করিয়া প্রত্যেকের হাতে গুণিয়া গুণিয়া দিলেন।

যাও খুব ফূর্ত্তি কর আজ গিয়ে। কাল কিন্তু আবার এইখানে এসে হাজির হবে সক্কলে। যাও এখন তোমরা —আমার এই দোস্তটি আজ এসেছেন, এঁর সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা আছে আমার।

আসরফি পাইয়া দস্যুদল সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আনন্দ-কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। আনোয়ার যাইবার সময় একটা তীব্র দৃষ্টি সরদারের প্রতি হানিয়া গেল। সরদার তাহা লক্ষ্য করিলেন।

হোসেন

(সবিস্ময়ে) এরা সব কারা ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

সরদার

(হাসিয়া) সব কথা বলবার পূর্ব্বে আপনার একটা প্রতিশ্রুতি চাই।

হোসেন

কি প্রতিশ্রুতি ?

সরদার

আমাদের এই কথাবার্ত্তা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না !

হোসেন

এত সাবধানতার দরকারটা কি বুঝতে পারছি না! আপনি সামান্য একটা ব্যাপারকে ক্রমশই জটিল করে তুলছেন মনে হচ্ছে—

সরদার

ব্যাপারটা একটু জটিল ত বটেই—

হোসেন

অর্থাৎ ?

সরদার

(একটু হাসিয়া, অথচ শান্তভাবে) আমরা ডাকাত, আমি সরদার।

হোসেন

(সবিস্ময়ে) আপনারা ডাকাত !

সরদার

হ্যাঁ, আমরা ডাকাত এবং তার জন্য মোটেই লজ্জিত নই। এই আমাদের পেশা।

হোসেন নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

সরদার

(হাসিয়া) অমন করে চেয়ে আছেন যে ! এই আমাদের পেশা ! আমাদের রুচি এবং সামর্থ্য অনুসারে এইটেই আমাদের উপযোগী।

হোসেন

এই আপনাদের পেশা ? আর আপনি সেটা বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলছেন ?

সরদার

আপনিই ত সেদিন বলছিলেন যে শুধু শুধু অপ্রতিভ হওয়া পুরুষ মানুষের সাজে না। আর তাছাড়া এতে লজ্জারই বা আছে কি ?

হোসেন

লজ্জার কিছু নেই ? এটা কি একটা সৎকর্ম্ম ?

সরদার

সৎকর্ম্ম মানে কি ? আপনি যখন মুরগির টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলেন তখন কি সৎকর্ম্ম করেন ? অসহায় গাছ-পালা ফুলফল ছিঁড়ে কুঁচিয়ে সিদ্ধ করে আমরা যখন আহার করি তখন কি কোন সৎকর্ম্ম সাধিত হয় ? তবু করি কেন ? না করে উপায় নেই বলেই করি। এই

দুনিয়ায় বাঁচতে হলে অপরকে মেরে তবে বাঁচতে হবে। সৎ অসৎ এসব কথা অর্থহীন। সৎ অসৎ, ভালো মন্দ ওসব বোকাদের কথা—আর কল্পনাবিলাসীদের যাদের গাঁটে পয়সা আছে। আমার আপনার কাছে ওসব কথার কোন মানে নেই। আমাদের বাঁচতে হবে—এই হল আমাদের কাছে সহজ কথা যার মানে বুঝি!

হোসেন

আমি সবিস্ময়ে শুধু ভাবছি যে আপনি শুধু যে ডাকাত তা নন, ডাকাতির সমর্থনও করেন।

সরদার

(হাসিয়া) দেখুন, প্রত্যেকেরই নিজের পেশার স্বপক্ষে একটা যুক্তি থাকে। তা না হলে প্রাণ দিয়ে সে তা করতে পারে না। সব পেশারই উদ্দেশ্য অপরের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে অর্থশোষণ করা। ধর্ম্মের নামে, অসুখের অজুহাতে, আইনের জালে ফেলে যে নৃশংস কাণ্ড অহরহ হচ্ছে তা কি ডাকাতি নয়? সেই ভালো ধর্ম্ম-যাজক, ভালো চিকিৎসক, ভাল আইনজ্ঞ যে আপনাকে সব চেয়ে বেশী শোষণ করে। তাদের মগজে বুদ্ধি আছে তারা ওই ভাবে শোষণ করছে, আমার কব্জিতে জোর আছে আমি অন্যভাবে শোষণ করছি। তফাৎ কোথায়?

হোসেন

তফাৎটা যে ঠিক কোথায় তা আপনাকে কি করে বোঝাই! যে কখনো আলো দেখে নি—বর্ণনা করে আলোর স্বরূপ কি তাকে বোঝান যায়? এই বিচিত্র পৃথিবীতে আপনি যখন পেটের জ্বালা ছাড়া অন্য কোন মহত্তর জিনিসের সন্ধান পান নি, তখন আপনাকে—(একটু হাসিলেন)।

সরদার

না, আমাকে বোঝাতে পারবেন না। আমি বুঝতে চাইও না! জানেন? অর্থাভাবে আমি আমার মেয়েকে হাটে বিক্রি করে দিয়েছি? করতে বাধ্য হয়েছি? আমার একমাত্র মেয়েকে?

হোসেন

কি করে বাধ্য হলেন?

সরদার

কি করে হলাম? হাঃ! শুনুন তবে। আমার স্ত্রীর হল অসুখ। হাকিমের কাছে গেলাম তিনি চাইলেন অর্থ। তখন আমি সামান্য কৃষক, টাকা কোথায় তখন আমার! দ্বারে দ্বারে ধার চাইলাম, ভিক্ষা করলাম, কেউ

কিছু দিলে না! কেউ না। দেখলাম, অর্থ সংগ্রহ না করলে স্ত্রীর চিকিৎসা হয় না। পাগল হয়ে শেষে মেয়েটাকে বিক্রি করলাম হাটে। সেই অর্থ হাকিমকে দিলাম। সে গুণে গুণে পয়সা নিলে—ঔষধও দিলে—কিন্তু স্ত্রী আমার বাঁচল না। সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তখন ভাবলাম—নাঃ বেঁচে থাক্‌তে হলে এরকম করে চলবে না। দুনিয়াই শক্তিই আসল মূলধন—তা সে দেহেরই হোক্ বা মাথারই হোক। সেই দিন থেকে আমি দুর্দ্ধর্ষ দস্যু এবং সেইদিন থেকে আমি সুখেই আছি।

হোসেন

অর্থাৎ একটা উন্মাদনার মধ্যে আছেন। উন্মাদনাকে আপনার সুখ বলে ভ্রম হচ্ছে। সুস্থ সামাজিক মানুষের শান্তিময় সুখ এ নয়। এতে মনুষ্যত্বের অভাব আছে।

সরদার

আপনি কি মনুষ্যত্ব মানে দুর্ব্বলতা বোঝেন ?

হোসেন

হয়ত তাই। ওই দুর্ব্বলতা আছে বলেই আমরা মানুষ, আর ওই দুর্ব্বলতা নেই বলেই পশু—পশু।

সরদার

তাহলে আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম দেখছি। আপনার মত লোককে আমি দলে টানতে চাই না।

হোসেন

(হাসিয়া) সে আমি পারবই না। আমি লক্ষশত বৎসর গরীব থাকব, তবু ডাকাত হতে পারব না। আমি চললাম।

সরদার

আমাদের কথা কিন্তু প্রকাশ হলে প্রাণ দিয়ে আপনাকে তার জবাবদিহি করতে হবে। এ বিষয়ে আমি একেবারে নির্ম্মম। (হাসিলেন)

হোসেন

প্রাণের ভয় ঠিক যে করি তা নয়। তবে ভদ্রতার খাতিরে এবং শপথও করেছি—আপনাদের ব্যাপার কখনও প্রকাশ হবে না আমার দ্বারা। আচ্ছা, চলি তবে—

সরদার

আপনার যে নেমন্তন্ন আমার এখানে। খাবেন না ?

হোসেন

ও, সে কথা ভুলেই গেছি। বেশ চলুন। আপনারা মানুষ খান না ত !

সরদার

(হাসিয়া) না, ঠিক মানুষ খাই না, তবে জ্যোৎস্না, মেঘ, হাসি—এ সব খেয়েও আমাদের পেট ভরে না। চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন এখন আমরা কি খাই।

হোসেন

বেশ চলুন—

উভয়ে অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাসিমের বাড়ী। কাসিম টং টং করিয়া টাকা বাজাইতেছেন। একটি লোক তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। লোকটির হস্তে একটি একটি ফুলের তোড়া।

কাসিম

(টাকা বাজান শেষ করিয়া) এই নাও, হল ত ?

সেই লোকটি

হাঁ হুজুর—

কাসিম

তাহলে নিয়ে যাও—

সেই লোকটি

আপনি অসময়ে আমার বড় উপকার করলেন—আপনার এ উপকার আমি কখনও ভুলব না। আমার বাগান থেকে হুজুরের জন্য একটা ফুলের তোড়া এনেছিলাম—

ফুলের তোড়া কাসিমকে দিলেন।

কাসিম

বেশ, সুন্দর তোড়া ত। বাঃ

সেই লোকটি টাকাগুলি একটি থলিতে পুরিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। কাসিম তাহাকে ডাকিলেন।

কাসিম

সুদ কিন্তু আমাকে ঠিক মাসে মাসে দিয়ে যেতে হবে। সেটা মনে থাকে যেন!

সেই লোকটি

হাঁ হুজুর—

আবার সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কাসিম

এ তোড়াটা নিয়ে এখন কি করি। মরজিনাকে বখশিস্ করলে কেমন হয়! সাকিনা বিবির বাঁদীটি বেশ! ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমাই, কিন্তু সাকিনা বিবির ভয়ে কাছে ঘেঁষা মুস্কিল। দেখা যাক্ কতদূর কি করতে পারি! আপাতত এটা এখানে থাক্।

তোড়াটা সেইখানে একটি ফুলদানিতে রাখিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কথা কহিতে কহিতে মরজিনা আর আবদালার প্রবেশ।

মরজিনা

পাগল না কি তুই?

আবদালা

পাগলামিটা কোথায় দেখলি তুই। আমি হলাম জাত চাকর। কোন নোংরা কাজ করতে আমার বাধে না। কিন্তু সত্যি বলছি মরজিনা তোকে কোন নোংরা কাজ করতে দেখলে ভারি কষ্ট হয়। তাই বলছিলাম তোর কাজগুলো আমাকে করতে দে। এই ঘরটা এখন তোর ঝাড়ু দেওয়ার কথা—তোর বদলে যদি আমি দিই কি আর এমন ক্ষতি তাতে!

মরজিনা

(হাসিয়া) ক্ষতি বিশেষ কিছু নেই। একটু মুস্কিল এই যে এই রকম করে ক্রমশঃ তুই আস্কারা পেয়ে যাবি।

আবাদালা

(হঠাৎ লজ্জা পাইয়া) ধেৎ—! কি যে বলিস্ তুই।

মরজিনা

সর আমাকে এখন কাজ করতে দে।

একটা ঝাড়ন দিয়া আসবাবপত্র ঝাড়িতে সুরু করিতেই আবদালা গিয়া ঝাড়নটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আবদালা

দে, না, আমি ঝেড়ে দিচ্ছি—ও তোর কর্ম্ম নয়।

মরজিনা

ফের যদি আমাকে জ্বালাবি আবদালা—ভাল হবে না বলছি।

এই বলিয়া মরজিনা একটু রাগত ভাবে ঝাড়ন চালাইতে লাগিল। হঠাৎ ঝাড়নের ঘায়ে কাসিমের রাখা সেই ফুলের তোড়া ও ফুলদানি মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। ফুলদানিটা চুরমার হইয়া গেল।

আবদালা

এ কি করলি মরজিনা। মনিব যে এখুনি এসে ভয়ানক বক্‌বে।

মরজিনা

কি করি ভাই—(একটু ভাবিল) আচ্ছা, থাম্ এক কাজ করি। তুই ততক্ষণ এগুলো কুড়িয়ে ফেলে দে—আমি বাড়ীর ভিতর থেকে আর একটা ফুলদানি নিয়ে আসি।

আবদালা কুড়াইতে লাগিল। মরজিনা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কাসিমের প্রবেশ।

কাসিম

একি, এসব ভাঙ্‌লে কে ?

আবদালা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাসিম

(কর্কশ কণ্ঠে) জবাব দিচ্ছিস্ না—ভাঙ্‌লে কে ?

আবদালা

আমি। হঠাৎ হাত লেগে পড়ে গেল হুজুর !

কাসিম

পড়ে যাওয়াচ্ছি, থাম উল্লুক !

তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। ভিতর হইতে প্রহারের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। মারের চোটে আবদালা বাহিরে চলিয়া আসিল, পিছনে পিছনে কাসিম—হাতে চাবুক।

আবদালা

(নতজানু হইয়া বসিয়া হাতযোড় করিয়া) আর করব না, আর করব না, মাফ করুন হুজুর (কাঁপিতে লাগিল)

ফুলদানি লইয়া মরজিনার প্রবেশ। মরজিনা ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কাসিম

(মরজিনার প্রতি) তুমি আবার ফুলদানি কোথায় পেলে—

মরজিনা

(সভয়ে) এখানকার ফুলদানিটা আমার হাত লেগে হঠাৎ পড়ে ভেঙে গিয়েছিল বলে বাড়ীর ভিতর থেকে এইটে নিয়ে এলাম—এখানে সাজিয়ে রাখব বলে'।

কাসিম

(আবদালার দিকে ফিরিয়া) তবে তুই বললি যে

তোর হাত লেগে ফুলদানি ভেঙে গিয়েছিল ! বদমাস মিথ্যেবাদী কোথাকার—যা' সামনে থেকে দূর হয়ে যা' !

আবদালা চলিয়া গেল।

কাসিম

(হাসিয়া) ফুলদানিতে ফুলের তোড়া কেন রেখেছিলাম জান মরজিনা ?

মরজিনা

না (ভয়ে ভয়ে ফুল ও ফুলদানি যথাস্থানে রাখিয়া দিল।)

কাসিম

তোমাকেই দেব বলে। তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশি আছি। তুমি আর এই আবদালায় কত তফাৎ—

কাসিম আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সাকিনা বিবিকে আসিতে দেখিয়া থামিয়া গেলেন।

সাকিনা

(মরজিনার প্রতি) মরজিনা, তুই ভেতরে যা,

মরজিনা চলিয়া গেল।

আচ্ছা, এটা কি দেখ ত ! আলির বউ এনেছে দেখাতে।

কাসিম

কই দেখি! এ কি, এ যে হীরে—আলির বউ কোথা পেলে?

সাকিনা

আলি নাকি বনে কাট কাঠতে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছে!

কাসিম

(সবিস্ময়ে) কুড়িয়ে পেয়েছে? বাজে কথা, চুরি করেছে।

সাকিনা

কি যে বল তুমি? আলি তেমন লোক ত নয়। কেন, কুড়িয়ে পাওয়া কি অসম্ভব? কত লোকই ত কত জিনিষ কুড়িয়ে পায়।

কাসিম

(হাসিয়া) সাকিনা বিবি, তুমি অত্যন্ত সরল। এত বড় দামী জিনিস পথে ঘাটে পড়ে থাকে না! খোঁজ নিতে হচ্ছে।

সাকিনা

যাই হোক ওদের জিনিস ওদের দিয়ে দিই, দাও।

কাসিম

ব্যস্ত কি—একটু খোঁজ করি দাঁড়াও। চমৎকার হীরেখানা। বাঃ—

লুব্ধভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

সাকিনা

আলিবাবা আসছে। আমি যাই। তুমি দিয়ে দিও ওকে। কি দরকার আমাদের ওসবের মধ্যে থাকবার।

সাকিনার প্রস্থান।

আলিবাবার প্রবেশ

কাসিম

এই যে আলি—তোমার কাছেই যাব ভাবছিলাম। কোথায় চুরি করতে যাওয়া হয়েছিল ? কোথায় পেলে এমন জিনিস ?

আলি

(অপ্রস্তুতভাবে) না, ঠিক চুরি নয় !

কাসিম

চুরি নয় ত এ কোথায় পেলে। আমি মেয়েমানুষ নই, আমাকে সহজে ধাপ্পা দিতে পারবে না।

আলি

বলছি শোন্। কথাটা গোপনীয়, একটু আড়ালে চল্।

দুইজনে একটু সরিয়া গেলেন। আলি-বাবা কাসিমের কানে কানে সব বলিতেই কাসিম অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

কাসিম

আমি এখনি যেতে চাই সেখানে! চল কোথায় সে জায়গা আমাকে দেখিয়ে দেবে। এখনি চল!

আলি

শোন্ শোন্, অত ব্যস্ত হোস না। আগে ভেবে দেখা যাক্ ভাল করে। ভীষণ জায়গা সে!

কাসিম

(ধীরে ধীরে তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া চাপা দৃঢ়-স্বরে) কিছু শুনতে চাই না আমি। যদি নিজের ভালো চাও, নিয়ে চল আমাকে সেখানে। তা না হলে আমি কোতোয়ালকে খবর দেব।

আলিবাবা

(ভীতভাবে) থাম্ একটু ভেবে দেখি!

কাসিম

এতে আর ভেবে দেখবার কি আছে! (ক্রুর হাসি হাসিয়া) একা সব নিতে চাও, না? সেটি হচ্ছে না।

তৃতীয় দৃশ্য

দস্যুদের গুহা। সরদার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আনোয়ার বক্তৃতা করিতেছে। বাকি দস্যুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে।

আনোয়ার

স্পষ্ট কথা বলব সরদার। দিবারাত্রি এই যে আমরা নানাস্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আনছি আজ আমরা জানতে চাই এ ঐশ্বর্য্য কার। তোমার একার, না আমাদেরও কিছু অংশ আছে।

অন্যান্য দস্যুগণ

আমরা জানতে চাই।

প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সরদার

(হাস্যমুখে) আর কিছু জানতে চাও!

আনোয়ার

আর জানতে চাই বরাবর তুমিই বা সরদার থাকবে কেন? আমাদের এই চল্লিশজনের মধ্যে সরদার হবার উপযুক্ত লোক আর কি কেউ নেই?

সরদার

(হাসিয়া) বল, কে আছে। এখনি তাকে সরদার করে দিচ্ছি এই মুহূর্ত্তে! এ দায়িত্ব আমার আর নিজেরও ভাল লাগছে না! বল তোমরা কাকে সরদার করতে চাও?

আনোয়ার ব্যতীত অন্যান্য সকলে

আনোয়ার আলিকে···

সরদার

সরদার হতে হলে একটা জিনিস আমি পরীক্ষা করে নিতে চাই—তার গায়ে জোর আছে কিনা, সে তোমাদের নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কি না। (আনোয়ারের দিকে ফিরিয়া) চলে এসো আনোয়ার আলি, দেখি তোমার পাঞ্জায় কত জোর!

আনোয়ার আলি আগাইয়া আসিয়া সরদারের পাঞ্জা ধরিল—দুইজনের

চোখে পশুর মত হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। অন্যান্য দস্যুগণ রুদ্ধশ্বাসে এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সরদার আনোয়ার আলিকে পরাজিত করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সরদার

এখনও তোমার কিছু বাকী আছে আনোয়ার। হাতের কব্জীতে আর একটু বেশী শক্তি সংগ্রহ কর, তোমাকেই আমি সরদার করে দেব। এখনও তোমার কিছু দেরী আছে।

বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিলেন।

হ্যাঁ, তোমাদের প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই—এ ঐশ্বর্য্য আমার একার নয়, আমাদের সবারই। আমি ঠিক করেছি তোমাদের মধ্যেই ভাগ করে দেব সব। আজই দেব। কিন্তু একটা কথা আছে। তোমরা ভিক্ষুকের মত হাত পেতে নেবে আর আমি দাতার মত দান করব এ রকম হীনতায় আমি রাজী নই। তোমরা ডাকাত, তোমরা লুণ্ঠনকারী, তোমরা বীর! তোমাদের অপমান আমি করতে পারি না। তাছাড়া আমি ভাগই বা করব কি করে? এই কান্দাহারের পোখরাজটা কাকে আমি দেব? কার বাহুবলে এ ঐশ্বর্য্য আমরা লাভ করেছি তা

কি ঠিক করা সম্ভব? এই যে গোলকুণ্ডার হীরেটা—কাকে আমি দেব! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। টাকা, মোহর, হীরে, মুক্তা, মণি, মাণিক্য এই থলিটার মধ্যে পুরে আমি ওই ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি—তোমরা সবাই ওখানে যাও—যার গায়ে সব চেয়ে বেশী জোর—নিয়ে নাও। এইভাবে একথলি করে' রোজ দিয়ে দেব সকলকে। তোমরা ভিক্ষুকের মত হাত পেতে আমার কাছে ভিক্ষা নেবে এত বড় অপমান তোমাদের আমি করতে পারব না।

কথা বলিতে বলিতে সরদার একটা থলির মধ্যে টাকা হীরা প্রভৃতি ভরিতে লাগিলেন—থলিটা পূর্ণ হইলে পর তিনি তাহার মুখটা ভাল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে আবার বলিতে লাগিলেন:

এই নাও! বহু সহস্র টাকার সম্পত্তি আছে এই থলির মধ্যে। যার গায়ে বেশী জোর আছে এ সম্পত্তি তারই। এই নাও—

ঝনাৎ করিয়া থলিটা পাশের ঘরে ছুঁড়িয়া দিলেন। ছুঁড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত আবেগে দস্যুদল সেইদিকে ছুটিয়া গেল—তাহারা সকলে চলিয়া গেলে সরদার বাহির হইতে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার

সমস্ত মুখ এক অদ্ভুত হাসিতে ভরিয়া উঠিল। একটু পরেই সেই বন্ধ ঘরের ভিতর হইতে তুমুল কোলাহল, মৃত্যুর আর্ত্তনাদ, গালাগালি, চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল। সরদার তাহা শুনিয়া আরও হাসিতে লাগিলেন।

সরদার

কুকুর! কুকুর! কুকুরের দল। একটুক্‌রো মাংসের লোভে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরছে!

চতুর্থ ও ষষ্ঠ দস্যুর প্রবেশ। তাহারা প্রবেশ করিয়া সরদারকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আসিতেই সরদার তাহাদের দিকে আগাইয়া গেলেন।

সরদার

জাফর—ফরিদ—তোমরা দুজনেই আমার একমাত্র সহায়—একমাত্র ভরসা। সামান্য অর্থের লোভে স্বার্থে অন্ধ হয়ে ওরা ওই ঘরে মারামারি করে মরছে। তোমরা আমাকে ঠিক খবরই দিয়েছিলে—ওরা সব বিশ্বাসঘাতক বে-ইমান নিমক্‌হারাম। এসো আমরা তিনজনে মিলে আবার নতুন দল গড়ে তুলি—ওরা সব মরুক—তোমরা

এখন এখান থেকে যাও, এদের শেষ করে তবে আমি যাব।

দস্যুদয়ের প্রস্থান।

ইহারা চলিয়া গেলে ঘরের ভিতর হইতে কে একজন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—

কপাট খোলো—কপাট খোলো—কপাট খোলো—

দৃঢবদ্ধ কপাট কিন্তু খুলিল না। দস্যু-সরদার হাসিয়া কপাটে একটা তালা লাগাইয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাসিমের বাড়ীর একটি অংশ। এই অংশে মরজিনা থাকে। মরজিনার কক্ষে হোসেন বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। মরজিনা স্মিতমুখে একটি সোফার উপর বসিয়া আছে। বাঁশী শুনিতে শুনিতে বাঁশীর সুরে সুর মিলাইয়া মরজিনা গাহিতে লাগিল।

গান

কত কি যে ভাবি নিরজনে
মনে মনে
কাঁদন হাসি জাগে ক্ষণে ক্ষণে
মনে মনে
নয়নে আসি কত নামে যে স্বপন
কত মোহন বরণ
ফুলেরা ফোটে ঝরে—মানে না বারণ
বনে বনে !

হোসেন

(বাঁশী থামাইয়া) একটু নাচ না মরজিনা—

মরজিনা

(সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া ও সলজ্জিত হাসি হাসিয়া) আজ তোমার ভারি ইঁয়ে হয়েছে—না ?

হোসেন

(হাসিয়া) এমন সুযোগ কি সহজে পাওয়া যায়। দুজন কর্ত্তাই বেরিয়ে গেছেন !

মরজিনা

এবং বলে গেছেন ফিরতে দেরী হবে।

হোসেন

(মিনতি করিয়া) সত্যি অনেকদিন তোমার নাচ দেখি নি। নাচ একটু মরজিনা।

বাঁশী বাজাইতেই—মরজিনা গান গাহিতে গাহিতে ধীরে ধীরে নাচিতে লাগিল। নাচ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফতিমা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ চিন্তাকুল। তিনি আসিতেই মরজিনা নাচ বন্ধ করিল এবং হোসেন বাঁশী থামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ফতিমা

হোসেন ওঁরা কোথা গেছেন জানিস্ ?

হোসেন

না মা-

ফতিমা

কোথায় যে গেলেন কাউকে বলে গেলেন না। আশ্চর্য্য ত—

হোসেন

আমি ত ঠিক বলতে পারছি না।

মরজিনা

আবদালাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ফতিমা

তাই নাকি ?

মরজিনা

সঙ্গে তিন চারটে গাধাও গেছে।

ফতিমা

তাই নাকি ? দেখ ত একটু খোঁজ কর ত কোথা গেল এরা।

সাকিনা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনিও চিন্তান্বিতা। মরজিনা চলিয়া গেল।

ফতিমা

(সাকিনার প্রতি) কই হোসেন ত কিছু বলতে পারছে না।

সাকিনা

আমার কেমন যেন ভয় করছে।

হোসেন

ভয়? কেন? দাঁড়িয়ে আছ কেন বস না তোমরা।

সাকিনা ও ফতিমা উপবেশন করিলেন।

সাকিনা

কেমন যেন একটা ছায়া আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। অদ্ভুত একটা কালো ছায়া।

সকলে সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ফতিমা

ছায়া? কি রকম?

সাকিনা

আমার ঘরের মধ্যে যেন ছায়াকৃতি একটা মানুষ এসে দাঁড়াল আবার চলে গেল। অদ্ভুত লম্বা আর অদ্ভুত কালো। দ্বিতীয়বার এই দেখলাম…উঃ—

হোসেন

প্রথমবার কবে দেখেছিলেন!

সাকিনা

আমার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে।

সকলেই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।
সাকিনা হঠাৎ ফতিমার হাত দুটি
ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

তাকে তোমরা খুঁজে এনে দাও—যেখান থেকে হোক, খুঁজে এনে দাও—

ফতিমা

(হোসেনের প্রতি) হোসেন তুই একটু খোঁজ করে দেখ্ ত কোথায় গেলেন ওঁরা। রাত হয়ে গেল এখনও ফিরছেন না কেউ।

হোসেন

দেখি।

প্রস্থান

ফতিমা

তুমি অত ভাবছ কেন? এখুনি এসে পড়বে। হয়ত কোথাও বসে গল্প করছে সব।

সাকিনা

(শঙ্কিত ভাবে) আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। আমি যাই। মরজিনা এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

প্রস্থান

সাকিনা চলিয়া যাইবার পরই মরজিনা প্রবেশ করিল।

মরজিনা

না, পাড়ায় কেউ কোন খবর ত বলতে পারছে না।

ফতিমা

হোসেনও খবর নিতে গেছে। তুই সাকিনাবিবির কাছে গিয়ে বোস্।

মরজিনা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে—ফতিমা তাহাকে ডাকিলেন।

ফতিমা

মরজিনা তোকে একটা কথা বলব—রাগ করিস্ না মা।

মরজিনা

কি কথা?

ফতিমা

দেখ্—তোর আর হোসেনের এই মেলামেশা আমার ভাল লাগে না। হোসেন গরীব কাঠুরের ছেলে—তুই আমীরের বাঁদি। তারা টাকা দিয়ে তোকে কিনেচে। তোদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তুই ওকে আর প্রশ্রয় দিস্ না।

মরজিনা মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফতিমা

(মরজিনার হাত ধরিয়া) আমি যদি হোসেনকে একথা বলি তাহলে সে লজ্জা পাবে—হয়ত রাগ করবে। কিন্তু তুই যদি মা আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে সরে যাস্ তাহলে সে সামলে যাবে। সে আমাদের একমাত্র ছেলে যে মা। তার ওপরে আমাদের আশা ভরসা ভবিষ্যৎ সব। তুই তাকে ভালবাসিস্ তা আমি জানি—কিন্তু কি করবি মা—তুই বড়লোকের বাঁদী—তারা টাকা দিয়ে তোকে কিনেছে—ছাড়বে কেন? আমার একমাত্র ছেলে হোসেনকে তুই নষ্ট করে দিস্ না মা।

মরজিনা তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফতিমা

কিছু বলছিস্ না যে!

মরজিনা

(হঠাৎ মুখ তুলিয়া স্পষ্ট স্বরে) আচ্ছা, আর হোসেনকে আমি প্রশ্রয় দেব না।

ফতিমা

এই ত লক্ষ্মী মেয়ে। তুই এখন সাকিনাবিবির কাছে যা। আমিও রান্নার জোগাড় করি গে।

প্রস্থান

ফতিমা চলিয়া গেলে মরজিনা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাকাতদের গুহার অভ্যন্তর। দেওয়ালে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র টাঙান আছে। মেঝেতে কাছে ও দূরে স্তূপীকৃত ধন-সম্ভার দেখা যাইতেছে। কোথাও টাকা, কোথাও মোহর, কোথাও মুক্তা, কোথাও হীরক, কোথাও মুল্যবান পরিচ্ছদাদি পৃথকভাবে গাদা করা রহিয়াছে। গুহার ভিতর অন্ধকার—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। একটি আলো হাতে লইয়া আলিবাবা দাঁড়াইয়া আছেন। কাসিম পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া ধনরত্ন আহরণ করিয়া একটা ছালায় পুরিতেছেন। তাঁহার মুখে লোভ, ভয় এবং বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলিবাবার মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

আলিবাবা

ঢের হয়েছে। এইবার চল্ যাওয়া যাক্।

কাসিম

আরে থাম, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

আলিবাবা

না ভাই এখানে যে রকম পচা দুর্গন্ধ ছাড়ছে—আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পার্‌ছি না।

কাসিম

গন্ধ একটা সত্যিই ছাড়ছে। কিসের গন্ধ বল দেখি?

ছালায় জিনিস ভরিতে লাগিলেন।

আলিবাবা

পচা মড়ার গন্ধ বলে মনে হচ্ছে।

কাসিম

মড়ার? কই এখানে ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আলিবাবা

গন্ধটা মনে হচ্ছে—ওই ঘরটা থেকে আস্‌ছে।

যে ঘরে দস্যুদল বন্দী হইয়াছিল—সেই ঘরটা দেখাইয়া দিলেন।

কাসিম

(ঘাড় ফিরাইয়া) কোন ঘরটা থেকে? ও, ওখানে যে একটা ঘর আছে তা দেখতে পাইনি। এ ডাকাত ব্যাটারা এখানে বেশ কিছুদিন থেকে বসবাস করছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে বেশ ঘর বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে।

মোহরের স্তূপ হইতে আঁজলা আঁজলা মোহর লইয়া ছালাতে ভরিতে লাগি-লেন।

আলিবাবা

চল চল ঢের হয়েছে। এখানে আর টেঁকা যাচ্ছে না। চল এবার! বুঝলে—

কাসিম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি-তেছেন না। আপন মনে মণি-মাণিক্য আহরণ করিতেছেন।

কাসিম

আঃ—কেবল চল চল আর চল! একটা পরামর্শ দাও দেখি কোনটা বেশী নেওয়া ভাল—মোহর, হীরে—না টাকা? আমার ত মনে হয় টাকা নেওয়াই নিরাপদ—বেশী গোলমাল হবে না। তুমি যেমন বোকা, নিয়ে গিয়েছিলে হীরে—অমনি সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেলে!

হাসিয়া ছালাটার মুখ বাঁধিতে বাঁধিতে

এই ত একটি ছালা ভরল এতক্ষণে। এটা দিয়ে এসো দিকি আবদালাকে। আমি ওই ঘরটার তালা ভাঙবার চেষ্টা করি ততক্ষণ। ও ঘরে যখন তালা দেওয়া আছে তখন ওর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও বেশী কিছু দামী মাল আছে।

আলিবাবা

আমি কিন্তু আর থাকতে পারব না। এই ছালাটা বাইরে আবদালার কাছে রেখে বাড়ী যাচ্ছি। তোর যা ইচ্ছে হয় কর।

ছালাটা তুলিয়া লইয়া কিছুদূর গেলেন, তাহার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া মিনতির স্বরে

চল না ভাই—কি হবে আর বেশী নিয়ে। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। চল্—বুঝলি ?

কাসিম

(দেওয়ালে টাঙান অস্ত্রাদি আলোটা তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে) আচ্ছা—এর মধ্যে কোনটা দিয়ে তালাটা ভাঙা যায় !—আচ্ছা ওই একটা হাতুড়ির মত কি রয়েছে যেন—কি ওটা ! হ্যাঁ হাতুড়িই (পাড়িয়া লইলেন), হ্যাঁ এইটে দিয়েই ঠিক হবে—তুমি একটু—

আলিবাবা

(তাহার কথা সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া) ওসব পাগলামি করিস্ না কাসিম। বাড়ী চল—আমার কথা শোন।

কাসিম

(দাঁত মুখ খিঁচাইয়া) কি যে খালি ঘ্যানর ঘ্যানর

কর! তোমার থাকতে ইচ্ছে না হয় তুমি চলে যাও। আবদালা থাকলেই হবে। আবদালাকে পাঠিয়ে দিয়ে যাও। আমি একা পারব না নিয়ে যেতে সব।

তালায় হাতুড়ির ঘা দিলেন।

আলিবাবা

(শেষ চেষ্টা করিয়া) যাবি না তাহলে?

কাসিম

না---না---না---কতবার বলব---না---যাব না। সব নিয়ে তবে যাব। তার আগে নয়---

আলিবাবা

(ছালাটা মাথায় তুলিয়া) বেশী দেরী করিস না। যে কোন সময়ে ডাকাতরা এসে পড়তে পারে।

কাসিম

(তালায় হাতুড়ির ঘা দিতে দিতে) তোমার ভয় করে তুমি যাও।

আলিবাবার প্রস্থান

আলিবাবা চলিয়া যাইবার একটু পরেই কাসিম তালাটা ভাঙিয়া ফেলিলেন। কপাটটা খুলিতেই পচা মড়ার গন্ধে একটু পিছাইয়া আসিলেন।

কাসিম

আরে বাস্‌রে! সত্যিই এর ভেতর পচেছে কিছু! ভয়ানক গন্ধ! (একটু থামিয়া) তা বলে কিন্তু পিছপাও হবার ছেলে কাসিম মিঞা নয়। তালা যখন ভেঙেছি তখন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখব। যা থাকে কপালে—

ঘরের ভিতর আলো লইয়া প্রবেশ করিলেন। কাসিম ঘরে প্রবেশ করিবার ঠিক পরেই দস্যু সরদার প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতেও একটা আলো। দস্যু সরদার আলো লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। শব্দ শুনিয়া কাসিম ঘরের ভিতর হইতে অতি সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া—অতি সন্তর্পণে কপাট ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। দস্যু সরদার কিছু জানিতে পারিলেন না।

দস্যু সরদার

(অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে) মাল সরালে কে! অনেক সরিয়েছে! মোহর সরিয়েছে—টাকা সরিয়েছে—হীরে—মণি—মুক্তো—অনেক কিছু সরিয়েছে! কে সরালে? কে সরালে? আশ্চর্য্য ব্যাপার!

উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ থামিয়া

এখানে আমাদের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য লুকানো থাকে এ কথাত আর কেউ জানে না। পশু পক্ষী পর্য্যন্ত জানে না। তবে? (হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে—হঠাৎ তিনি হাসিয়া উঠিলেন) তবে?...ওরে বেকুব এখনও তুই জিজ্ঞাসা করছিস—তবে? এখনও মানুষকে বিশ্বাস করিস্? হা হা হা হা

বিকট অট্টহাস্যে গুহা কম্পিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সরদারের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া গেল। চক্ষু দুইটি হিংস্র-শ্বাপদের মত জ্বলিতে লাগিল।

জাফর আর ফরিদ! এ তাদেরই কাজ! নিশ্চয়ই এ তাদেরই কাজ। সব চোর—সব পাজি—সব বিশ্বাসঘাতক—সব বে-ইমান!

খানিকক্ষণ অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া

নাঃ—ছাড়ব না! কাউকে ছাড়ব না!—দুনিয়ায় পথ করতে হলে অনেক আগাছা—অনেক ঘাস উপড়ে ফেলে দিতে হয়! মায়া দয়া করলে চলে না। ছাড়ব না।

ঠিক সেই সময় চতুর্থ ও ষষ্ঠ দস্যু
জাফর ও ফরিদ আসিল ও সেলাম
করিয়া দাঁড়াইল।

খবর পেলাম হুসেনাবাদের—

সরদার

(আগাইয়া আসিয়া) চুপ ! তোমরা এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি একটু পরে ডাকছি তোমাদের।

আবার পদচারণ করিতে লাগিলেন।
হঠাৎ গুহার দ্বারের কাছে গিয়া

—জাফর—জাফর—জাফর—তুমি একা এস। ফরিদ তুমি বাইরে অপেক্ষা কর।

জাফর আসিয়া প্রবেশ করিল।

সরদার

সর্ব্বপ্রথমে আমার একটা কথার জবাব দাও। আমি জানতে চাই আমি যা বলব তা করতে তুমি প্রস্তুত আছ ?

জাফর

নিশ্চয়ই।

সরদার

(কটিদেশ হইতে ছোরা বাহির করিয়া) এই শাণিত ছোরায় যদি গলা বাড়িয়ে দিতে বলি—দিতে পার ?

জাফর

নিশ্চয়ই

সরদার

(আর একটু আগাইয়া আসিয়া) এখনি পার ?

জাফর

(একটু ইতস্ততঃ করিয়া) একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন সরদার !

সরদার

তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখতে চাই। দেখতে চাই যে সত্যিই তুমি আমার কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত কি না। জবাব দাও। এখনি পার গলাটা বাড়িয়ে দিতে ?

জাফর

(একটু ভাবিয়া) পারি।

সরদার

(সাগ্রহে) এস তাহলে।

তাহার হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গুহার অন্ধকারে অদৃশ্য

হইয়া গেলেন। ক্ষণপরেই মৃত্যুর আর্ত্তনাদ অন্ধকারকে কাঁপাইয়া তুলিল। রক্তাক্ত ছোরাটা কাপড়ে মুছিতে মুছিতে সরদার ফিরিয়া আসিলেন ও চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

ফরিদ—ফরিদ—শোন—শীগ্‌গির শুনে যাও—জলদি—

দ্রুতবেগে ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ শোন।

ফরিদ

(রক্তাক্ত ছোরা দেখিয়া) এ কি সরদার !

সরদার কিছুক্ষণ নিস্পলক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ছোরাটা ধীরে ধীরে তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া সরদার বলিলেন।

সরদার

আমায় খুন কর তুমি !

ফরিদ

সে কি !

সরদার

তোমাদের সবার লোভ এই ঐশ্বর্য্যের উপর এবং তার অন্তরায় আমি ! জাফর এইমাত্র আমাকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল—অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করেছি।

ফরিদ নির্ব্বাক্ হইয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।

সরদার

ওই অন্ধকার গুহার কোণে আহত জাফর পড়ে আছে। হয় তাকে খুন করে তুমি আমার বিশ্বাসী বন্ধুরূপে থাকো, না হয় আমাকে খুন করে তোমরা দুজনে সব নিয়ে যাও। সেইটেই সবচেয়ে সোজা হবে। উঃ জাফর আলি শেষে আমাকে খুন করতে তেড়ে এল। নাঃ, আমার আর জীবনের সাধ নেই। খুন কর আমাকে তুমি।

ছোরা বাড়াইয়া দিলেন।

ফরিদ

তা পারব না সরদার।

সরদার

(দৃঢ়স্বরে) তাহলে আমার হুকুম, যাও জাফর আলিকে খুন করে এসো। খুব সম্ভবতঃ মূর্চ্ছিত হয়ে ওই অন্ধকারে নিমকহারামটা পড়ে আছে। যাও----

ফরিদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হইল; ফরিদ পশ্চাৎ ফিরিতেই শিকারী ব্যাঘ্রের মত সরদার ফরিদের অনুবর্ত্তী হইলেন।

একটু পরেই ফরিদের মৃত্যু-হাহাকারও শোনা গেল। সরদার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিচ্ছদ রক্তাক্ত—সমস্ত মুখে হাসি।

সরদার

যাক্—সব শেষ। এইবার এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমি একা। এ ঐশ্বর্য্যের খবর পৃথিবীতে এক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না!

আবদালার প্রবেশ

সরদার

(চমকাইয়া উঠিলেন) এ কে! (আগাইয়া গেলেন) কে তুই—!

আবদালা

আমি আবদালা।

সরদার

আবদালা কে?

আবদালা

আমি কাসিম আলির বান্দা তিনি এইখানেই এসেছেন।

সরদার

কাসিম আলি ? এইখানেঁ এসেছেন—?

আবদালা

আলিবাবা আর তিনি এখানে এসেছিলেন। আলিবাবা চলে গেছেন। আমাকে বলে গেলেন কাসিম আলিকে ডেকে নিয়ে যেতে।

সরদার

ডেকে নিয়ে যেতে বলেছে—ও—তাই না কি ? আলিবাবা ? কাসিম আলি ?

হঠাৎ কপাট খোলার শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিলেন কাসিম সেই ঘরটার দ্বার খুলিয়া গলা বাহির করিতেছে। সরদারকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাসিম দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সগর্জ্জনে সরদার ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া গিয়া বদ্ধ দ্বারদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই দারুণ আঘাতে কপাট ঝন্‌ঝন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাসিমের বাড়ী—মরজিনার ঘর। মরজিনা একা বসিয়া গান গাহিতেছে ও একটা ফুলদানি সাজাইতেছে।

গান

হায় রে
আমার গানে তাল কেটে যে যায় রে।
স্বপন গড়ি আপন মনে
ভেঙে যে যায় ক্ষণে ক্ষণে
চমক লেগে দেখি জেগে
বাঁধন বাঁধা পায় রে।
বাধন যদি এত কঠিন
স্বপন তবে কেন রঙীন
সাঁঝে কেন মেঘের খেলা
নীল আকাশের গায় রে।

হোসেন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। হোসেন আসিতেই মরজিনা গান বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হোসেন

থামালে কেন, চলুক

মরজিনা

সাকিনা বিবির ঘরে এই ফুলদানিটা দিতে যাচ্ছি। কোন খবর পেলে ওঁদের ?

হোসেন

হ্যাঁ। কিছুদূর গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন ওঁরা দুজনে বনে গেছলেন। কাসিম চাচা একটু পরে আসছেন। (নিম্নস্বরে) সেই গুপ্তধনের সন্ধানে—বুঝলে না ?

মরজিনা

আলি সায়েব ফিরে এসেছেন ?

হোসেন

না বাবাকে আবার ফিরে পাঠালাম—কাসিম চাচাকে ডেকে আনতে। বললাম সাকিনা বিবি অস্থির হয়েছেন। যাক্—তুমি গান বন্ধ করলে কেন। গানটা চলুক না ততক্ষণ !

মরজিনা

তুমি গেলে না কেন ?

হোসেন

আমি ত সে গুহার সন্ধান জানি না। (হাসিয়া)

তা ছাড়া তোমাকে একা একা পাওয়ার লোভও ছিল একটু। গানটা ধর মরজিনা—আমার বাঁশীটা এইখানেই ত কোথায় রেখে গেলাম।

এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিলেন।

মরজিনা

না, আমাকে এখন সাকিনা বিবির কাছে গিয়ে একটু বসতে হবে। তাঁর শরীর ভাল নেই। এই ফুলদানির ফুলগুলো বদলে দিতে বললেন—তাই এসেছি। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) তুমি এমন যখন তখন আমার কাছে আর এসো না। ভাল দেখায় না।

হোসেন

(বিস্মিত ভাবে) তার মানে ?

মরজিনা

মানে, তোমার এতদিন নিজেরই এ কথা বোঝা উচিত ছিল। লজ্জা করে না একা আমার ঘরে আসতে ? তোমার লজ্জা না করুক—আমার লজ্জা করে—আমার একটা মান ইজ্জত আছে। এসো না আমার কাছে আর।

তাহার গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল।

হোসেন

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মরজিনা

তুমি যাও—আর এসো না।

দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। হোসেন খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ও পরে বাঁশীটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। হোসেন চলিয়া যাইবার পর মরজিনা আবার ফিরিয়া আসিল।

একি, হোসেন চলে গেছে! তাকে সব কথা আমি খুলে বলব। তাকে বুঝিয়ে বলব যে আমি বাঁদী—আমার স্বাধীনতা নেই। আমার কিছু নেই। আমার স্নেহ ভালবাসা দেহ রূপ সব এরা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে। আমায় এরা ছাড়বে না। আমি বুঝিয়ে বলব তাকে কোথায় গেল সে…।

ভিতরের দিকে গেল। অন্য একটি দ্বার দিয়া আলিবাবা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ভয়-চকিত। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া কাছেই একটি মোড়ার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটু পরেই মরজিনা আবার প্রবেশ

করিল ও আলিবাবাকে তদবস্থ দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মরজিনা

আপনি কখন এলেন ? মনিব আসেন নি ?

আলিবাবা

(সে কথার জবাব না দিয়া) মরজিনা, সাকিনা বিবি কোথায় ?

মরজিনা

সাকিনা বিবি ভেতরে আছেন—বড় ভাবছেন তিনি। খবর দেব ?

আলিবাবা

খবর ?—আচ্ছা—না—না—থাম্—আর একটু ভেবে দেখি। অর্থাৎ···না আমি যে কিছু ভাবতে পারছি না—মরজিনা কিছু একটা করতে হবে—অথচ—থাম—উঃ—একি হল !

মরজিনা

(উৎকণ্ঠিত ভাবে) কি হয়েছে ? অমন করছেন কেন ?

আলিবাবা

সর্ব্বনাশ হয়েছে মরজিনা—কাসিম আর আবদালাকে ডাকাতেরা খুন করেছে।

মরজিনা আঁৎকাইয়া উঠিল।

খুন করেছে···টুক্‌রো টুকরো করে খুন করেছে।··· কিন্তু এখন চুপ করে থাকলে চলবে না। একটা কিছু করতে হবে—একটা কিছু—

মরজিনা

আপনি দেখে এসেছেন খুন করেছে?

আলিবাবা

আমি নিয়ে এসেছি তাদের দেহ গাধার পিঠে করে' ছালায় পুরে!

মরজিনা

সে কি! (স্তম্ভিত হইয়া গেল)

আলিবাবা

হ্যাঁ নিয়ে এসেছি—গোর দিতে হবে। গোর না দিলে পরলোকে তাদের সদ্গতি হবে না। কিন্তু কি করে তার ব্যবস্থা করা যায়। লোকের কাছে ডাকাতদের খবর প্রকাশ করা হবে না। লোকের কাছে প্রকাশ

করতে হবে কাসিম আর আবদালা শিকার করতে গিয়ে বনে মারা গেছে। আর শোন···আর একটা বুদ্ধি রাস্তায় মনে হয়েছিল—ভুলে যাচ্ছি—হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে—ঠিক্! বাবা মুস্তাফা!—হোসেন কোথা?

মরজিনা

(স্তম্ভিত হইয়া সব শুনিতেছিল। হোসেনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে একটু যেন চঞ্চল লইয়া উঠিল—তাহার পর ধীর ভাবে বলিল) হোসেন? ঠিক জানি না ত। হোসেন কি করবে?

আলিবাবা

তাকে একবার বাবা মুস্তাফা মুচির কাছে যেতে হবে—খুব গোপনে—

মরজিনা

(সবিস্ময়ে) মুচির কাছে? কেন?

আলিবাবা

কাটামড়া জোড়া না লাগালে গোর দেওয়া যাবে না। কাসিমকে চার টুক্‌রো করে কেটেছে! খুব গোপনে বাবা মুস্তাফাকে ডেকে আনতে হবে। ডাকাতরা যেন না জান্‌তে পারে—কেউ যেন না জানতে পারে—তাহলে সর্ব্বনাশ!

মরজিনা

জানতে পারলে কি হবে ?

আলিবাবা

জান্‌তে পারলে সেই ডাকাতের দল কি আর ছেড়ে দেবে ?

মরজিনা

তাহলে থাক দরকার নেই মুচিকে ডাকার !

আলিবাবা

না—না—তা হয় না মরজিনা। কাসিমকে আমি নিয়ে এসেছি যখন—তখন তার গোটা দেহটা গোর দিতে হবে। তার পরলোক নষ্ট হতে দেব না।···মুচিকে ডাকতে হবে···হোসেনকে ডাক।

মরজিনা

আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি বাড়ী যান আমি সব ব্যবস্থা করছি। আপনি যান বিশ্রাম করুন।

আলিবাবা

(হতাশ ভাবে) আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে—যা হয় কর তোরা—আমায় বাঁচা—আমার কাসিমকে বাঁচা··· ওরে—আমার একি হল—একি হল—একি হল—

চলিয়া গেলেন।

মরজিনা

হোসেনকে আমি ওই বিপদের মুখে যেতে দেব না। কিছুতেই নয়। আমি নিজেই ডেকে আনব সেই মুচিকে। সেই গোঁফ জোড়া ত আমার কাছে আছে। দেখি···

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আলিবাবার বাড়ী। কথা কহিতে কহিতে আলিবাবা ও হোসেন প্রবেশ করিলেন।

আলি

এ আমাদের কি হল হোসেন? কি যে আমার দুর্ম্মতি হল!

হোসেন

যা হবার তাত হয়ে গেছে। এখন আপনি একটু স্থির হোন। এ সময় আপনি যদি অস্থির হন তাহলে কিন্তু মহামুস্কিল হবে। কাল যখন নির্ব্বিঘ্নে গোর দেওয়া হয়ে গেছে—কারো মনে কোন সন্দেহ হয়নি—তখন দিন কতক আপনি একটু স্থির হয়ে থাকুন।

আলি

(তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া) তা ঠিক···তা ঠিক। স্থির হয়ে থাকব। কিন্তু দেখ (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) আমার কেমন যেন হচ্ছে! ঠিক ভয় নয়—দুঃখও নয়—কেমন যেন একটা আফশোষ—যেন আমার কি ছিল আর নেই—কি যেন (হঠাৎ) দেখ্—দেখ্—দেখ্ হোসেন!

হোসেন

কি?

আলি

ওই দেখ্ আমার কুড়ুলটা পড়ে আছে। ধূলোয় মাখা! অভিমান করেছে! ও যেন বলছে—ওরে অকৃতজ্ঞ—আমি দুঃখের দিনে তোর আহার জুগিয়েছি—আজ তোর টাকা হয়েছে—আর তুই আমার দিকে ফিরেও তাকাস্ না! না—না—তোকে ভুলি নি আমি—ভুলি নি।

কুড়ুলটা কুড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

হোসেন

বাবা আপনি এরকম করলে সবাই জানতে পারবে। তখন কিন্তু মুস্কিল হবে।

আলি

(কুড়ুলটা ফেলিয়া দিয়া) না—না—আর কোরব না —আর কোরব না। (অসহায় ভাবে) হোসেন, আমি কি করি বাবা !

হোসেন

(সান্ত্বনা দিয়া) একটু শান্ত হোন আপনি।

আলি

আচ্ছা—সেই ডাকাতদের সঙ্গে দেখা করে হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে ফেল্‌লে হয় না ? তাদের মিনতি করে বলব যে আমি দোষ করেছি—তোমাদের সব ফিরিয়ে নাও—

হোসেন

তাদের দেখা পাবেন কি করে এখন ! ওসব না করে এখন যাতে ব্যাপারটা চাপা পড়ে তারই চেষ্টা করুন।

আলি

কিন্তু আর যে পাচ্ছি না হোসেন ! চারিদিকে যে মিথ্যার পাহাড় জমে উঠল—সত্যকে চাপা দিতে গিয়ে যে নিজে চাপা পড়ে গেছি শেষে—দম বন্ধ হয়ে আসছে।

হোসেন

আমি ভাবছি কাকা মারা গেছেন। লোকজনকে ত একদিন খাওয়াতে হবে। সেদিন বেশ ধুমধাম করে সকলকে নেমন্তন্ন করা যাক্। সকলে বুঝুক যে—

আলি

(অধীর ভাবে) কিছু করতে হবে না। কি করে বলছিস্ তুই এসব ? ধুমধাম !

হোসেন

তাহলে মরজিনাকে দিয়ে অত কষ্ট করে বাবা মোস্তাফাকে ডেকে আনাবারই কি দরকার ছিল। এত-খানি অভিনয় যখন করা গেছে—

আলি

(হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন) উঃ—

হোসেন

কি হল ?

আলি

আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মোহরের লোভে সেই শয়তান মুচিটা কাসিমের মৃত দেহকে ছুঁচ দিয়ে বিঁধ্ছে—উঃ— হোসেন—আমি ঠিক পাগল হয়ে যাব।

হোসেন

চলুন আপনি বাড়ীর ভেতর। আমার কথা শুন্নুন ; একটু স্থির হোন্—অত অধীর হলে চলে কি ?

আলিবাবাকে ধরিয়া ভিতরের দিকে লইয়া গেলেন। অপর দিক দিয়া মরজিনার প্রবেশ।

মরজিনা

এদের বাড়ীর দুয়ারে খড়ির দাগ দিয়ে গেল কে ? আগে ত ছিল না। কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে। বাড়ীতে চিহ্ন দিয়ে গেছে কেউ। সেই ডাকাতরা নয় ত ! রাস্তায় লুকিয়ে কোন ডাকাত হয়ত ছুরি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; এ বাড়ী থেকে কেউ বেরুলেই তাকে খুন করবে। হোসেন কোথায় ! সে বাড়ীর বাইরে নেই ত !

হোসেনের প্রবেশ

হোসেন

এই যে মরজিনা—তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি। বাবা মোস্তাফা নামক মুচিকে ডেকে এনেছিলে তোমার সাহসকে ধন্যবাদ এবং সেই মুচির চোখ বেঁধে এনেছিলে বলে তোমার বুদ্ধিকেও ধন্যবাদ এবং—একি মুখে কথা নেই কেন ? ও, ঠিক ঠিক ভুলে গেছি—তুমি কাছে আসতে বারণ করেছ। বেশ চললাম।

গমনোদ্যত

মরজিনা

শোন, এখন বাইরে যেও না।

হোসেন

থাকতেও পাব না—যেতেও পাব না—!

মরজিনা

না, তুমি এখন বাইরে বেরিয়ো না।

হোসেন

কেন ?

মরজিনা

তোমাদের দুয়ারে কে একটা খড়ির দাগ দিয়ে গেছে। খুব সম্ভবতঃ কেউ চিহ্ন দিয়ে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে সেই ডাকাতরা নয় ত !

হোসেন

(ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) আমাদের দুয়ারে ? কই দেখি—

মরজিনা

না না—তুমি বাইরে যেও না। কোন ডাকাত যদি লুকিয়ে থাকে—

হোসেন

কি মুস্কিল, বাইরে বেরুলেই অমন্নি ডাকাতে মেরে ফেলবে! পাগল না কি তুমি! তাছাড়া (ছদ্ম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া) যদিই মেরে ফেলে---তুমি যখন আমায় ঘৃণাই কর তখন তোমার আর তাতে ক্ষতি তি ?

মরজিনা

আমি বলেছি তোমায় আমি ঘৃণা করি ?

হোসেন

না বললেও অনেক কথা বোঝা যায়।

মরজিনা

তা যায়। তুমি কিন্তু বোঝ নি···

হোসেন

বুঝি নি ?

মরজিনা

(কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া) আচ্ছা, খড়ির দাগ কে দিতে পারে ? ডাকাতরা যদি না হয়---

হোসেন

তুমি আগে বল—আমি বুঝি নি ?

মরজিনা

জানি না যাও---

হোসেন

বেশ। দেখে আসি তাহলে খড়ির দাগ কে দিলে---

মরজিনা

(পথরোধ করিয়া) আমি যেতে দেব না তোমায়।

হোসেন

বাঃ বেশ ত। ধর যদি ডাকাতরাই দাগ দিয়ে থাকে —তারও তো উপায় করতে হবে একটা।

মরজিনা

উপায় আমি ভেবে ঠিক করে ফেলেছি।

হোসেন

কি ?

মরজিনা

পাশাপাশি সমস্ত বাড়ীগুলোর গায়ে ওই রকম খড়ির দাগ দিয়ে দেওয়া। কেউ যদি চিহ্ন দিয়ে থাকে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

হোসেন

মন্দ বুদ্ধি নয়। তাই করা যাক তাহলে।

মরজিনা

তুমি যেতে পারবে না—আমি যাব।

হোসেন

কি মুস্কিল—তোমাকে যদি মারে ?

মরজিনা

মরব—

হাসিয়া চলিয়া গেল।

হোসেন

এ ত ভারি অদ্ভুত রকম হল !

হঠাৎ আলিবাবার প্রবেশ।

আলি

হোসেন—হোসেন—আমি কাঁদছি দেখে মোহরগুলো হাসছে—ভয়ানক হাসছে—দেখ—দেখ—দেখবি আয়। হো হো করে হাসছে……

পঞ্চম অঙ্ক

আলির বাড়ি। ফতিমা ও মরজিনা দাঁড়াইয়াছিলেন।

ফতিমা

মরজিনা অনেকদিন তোর গান শুনিনি। বাড়ীতে বিপদের ওপর বিপদ যাচ্ছে কখনই বা গান শুনি। এখন কর একটা শুনি। আচ্ছা মরজিনা কাসিমের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সাকিনা ত তেমন কান্নাকাটি করলে না। কি রকম যেন চুপ করে আছে! এখন কেমন আছে রে?

মরজিনা

তেমনি চুপ করেই আছেন---

ফতিমা

আচ্ছা, ও বেলা যাব একবার। তুই গান কর একটা শুনি।

মরজিনার গান

উজলিয়া হিয়াতল
বেদনার শতদল
ফুটিয়াছে সুগোপনে
বিরহেতে ছলছল।

মধু মাধুরী ভরা
গোপন সে বেদন
তাহারি চরণেতে
করিতে নিবেদন

ব্যথিত মরমের
সে বাণী সরমের
গোপনে আঁখি কোণে
টলমল টলমল।

গান শেষ হইতেই হোসেন আসিয়া প্রবেশ করিল।

হোসেন

তোমরা এখানে গান গাইছ! সাকিনা বিবি ওদিকে যায় যায়—ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে।

ফতিমা

ওমা, তাই না কি!

হোসেন

তোমরা যাও একবার। আমি হাকিম ডাকবার ব্যবস্থা করি।

মরজিনা, ফতিমা ও হোসেনের প্রস্থান। আলিবাবার প্রবেশ।

আলি

ছিলাম কাঠুরে হয়েছি আমীর! আর কোন কষ্ট

নেই! অন্নকষ্ট নেই—বস্ত্রকষ্ট নেই—থাকবার কষ্ট নেই—খাজনার তাগাদা নেই—কোন অসুবিধে নেই—কিচ্ছু না। অন্যায়? অন্যায় করেছি? কিসের অন্যায়? ভগবান দিয়েছেন—(হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন) ওই আবার! কাসিম—আমায় মাপ কর—মাপ কর—আমি তোমায় পথ বলে দিয়েছিলাম—তোমায় বারণ করিনি—কেন তোমার পায়ে ধরে বারণ করি নি। উঃ—

বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। মরজিনা প্রবেশ করিল।

মরজিনা

আপনি একবার ও বাড়ীতে চলুন—

আলিবাবা

(সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া) আচ্ছা মরজিনা—তুই বলত মা—আমি দোষ করেছি? সে নিজে জোর করে চলে গেল। আমি কি করব।

মরজিনা চুপ করিয়া রহিল।

আলিবাবা

চুপ করে রইলি কেন মরজিনা···আমি বুঝতে পারছি তোরা মনে করছিস্ আমিই যত অনিষ্টের গোড়া। তা ঠিক···তা ঠিক—আমারই দোষ···। কি করব মা লোভ

সামলাতে পারলাম না। ছিলাম গরীব কাঠুরে খেতে পেতাম না। তার ওপর বললে বনে কাঠ কাটতে দেবে না—পাইকের তাগাদা—

মরজিনা

আপনি একবার ও বাড়ীতে চলুন।

আলিবাবা

আর কাসিম বরাবরই ছিল একরোখা—আমি বলতে চাই নি—তবু সে জোর করে জেনে নিলে—জবরদস্তি করে। কেন আমি তাকে বলে দিলাম—কেন আমি তাকে যেতে দিলাম—কেন তার পায়ে ধরে বারণ করলাম না।···আহা সেই কাসিম—দুষ্টু—গোঁয়ার—সৌখীন—তবু সে আমার ভাই—আমারই ভাই।···মরজিনা আমি দোষ করেছি আমায় মাপ কর তোরা।

ফতিমার ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ।

ফতিমা

ওগো সাকিনার বড় ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে।

আলিবাবা

অ্যাঁ—তাই নাকি—কি করি এখন—

ফতিমা

চল

আলিবাবা, ফতিমা ও মরজিনা চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া যাওয়ার পর দেখা গেল যে পিছনের একটা জানালার গরাদে বাঁকাইয়া দস্যু সরদার নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছেন। একটা ছোরা দাঁতে কামড়ান রহিয়াছে। দস্যুসরদার জানালা হইতে টপ করিয়া মেঝেতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং ছোরা কোষ-বদ্ধ করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হোসেনের প্রবেশ।

সরদার

(অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে) এ কি দোস্ত যে! এখানে?

হোসেন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল—তাহার পর অভ্যর্থনা করিল।

হোসেন

শোভনাল্লা! আপনি হঠাৎ! এসেছেন ভালই হয়েছে। আপনার কথাই ভাবছিলাম কদিন থেকে। আপনি এলেন কোন্ দিক দিয়ে?

সরদার

যে দিক দিয়েই আসি। মনের কথা টের পেয়ে তবে এসেছি। স্থির থাকতে পারলাম না। এসেছি···কিন্তু একটা কথা। আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—মনে আছে ?

হোসেন

নিশ্চয়ই আছে। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ত করেছি—কোরবও।

সরদার

বেশ—আমার খোঁজ হচ্ছিল কেন ?

হোসেন

আমাদের বড় বিপদ—পরামর্শ চাই—

আলিবাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন।

আলি

এই যে হোসেন। হাকিম সাহেব কি বললেন ?

হোসেন

তিনি বাড়ী নেই—আবার লোক পাঠিয়েছি।

আলি

তুই আবার একবার নিজে যা বাবা—

হোসেন

আচ্ছা···(সরদারকে দেখাইয়া) ইনি আমার একজন পুরানো দোস্ত—আমাদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন···

আলি

আদাব, আদাব—ভারি খুসী হলাম আপনি এসেছেন (হোসেনের প্রতি)—তুই যা বাবা একবার—

হোসেন

(সরদারের প্রতি) দোস্ত, আমি এখুনি আসছি। তুমি একটু আরাম কর ততক্ষণ। অনেক কথা আছে।

প্রস্থান

আলি

(চীৎকার করিয়া) ওরে কে আছিস্---

দুইজন চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল।

ওই ঘরটা খুলে দে—একটা সতরঞ্চ পেতে দে (সরদারের প্রতি) আস্থন—

ভৃত্যগণ পিছনের একটা ঘর খুলিয়া দিল। এই ঘরের জানালার ভিতর দিয়া কাসিমের বাড়ীর একটা প্রকাণ্ড বারাণ্ডা দেখা যাইতেছে। সেই বারাণ্ডায় দাস দাসীরা ব্যস্তসমস্তভাবে

আনাগোনা করিতেছে। সাকিনা বিবির অসুখের জন্য অন্তঃপুরে একটা সাড়া পড়িয়াছে বোঝা যাইতেছে।

সরদার

(সতরঞ্জের উপর উপবেশন করিয়া) আপনাদের বিপদের সময় এসে হয়ত আপনাদের আরও বিপন্ন করলাম।

আলিবাবা

বিলক্ষণ! হোসেনের দোস্ত আপনি! আপনি যে এসেছেন এইত আমাদের পরম সৌভাগ্য। ওরে মরজিনা —কিছু সিরাজি নিয়ে আয়—

সরদার

না—না—আপনি ব্যস্ত হবেন না!

আলিবাবা

(একজন ভৃত্যকে) মরজিনাকে বল কিছু সিরাজি আনতে—

একজন ভৃত্য চলিয়া গেল। অপর জন ঘরের আসবাবপত্র ঠিক করিতে লাগিল।

সরদার

আপনাদের বাড়ীতে কি কারো অসুখ করেছে ?

আলিবাবা

হ্যাঁ—আমার ভাইয়ের স্ত্রী ভারি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—

সরদার

এ সময়ে আপনাদের অতিথি হওয়াটা উচিত হল না।

আলিবাবা

না—না—ওসব কথা বলবেন না। আপনাকে পেয়ে যেন আমি বেঁচে গেছি···

সিরাজি লইয়া মরজিনা প্রবেশ করিল।

সরদার

(মরজিনাকে দেখাইয়া) এটি বুঝি আপনার মেয়ে !

আলিবাবা

ঠিক মেয়ে না হলেও মেয়েরই মত···ও আমাদের বাঁদী !

সরদার

বাঁদী ?

সিরাজির সরঞ্জাম রাখিয়া মরজিনা চলিয়া গেল।

আলিবাবা

ওরে হাওয়া কর।

একজন ভৃত্য একটা বড় পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

আপনার হয়ত কষ্ট হবে—আমাদের কারুর মাথার ঠিক নেই—পরিবারে উপর্য্যুপরি বিপদ যাচ্ছে কিছুদিন থেকে।

সরদার

কষ্ট আপনাদের দিলাম এবং আরও হয়ত দেব!

আলিবাবা

বিলক্ষণ! আপনাকে পেয়ে যেন আমি বেঁচে গেছি—একা একা কেমন যেন দম আটকে আসছিল—একে বাড়ীতে অসুখ—বিশেষত কাসিম মারা যাওয়াতে—কাসিম আমার ভাই, সে মরে যাওয়াতেই—তাছাড়া আমারই দোষ…

সরদার হঠাৎ কটিদেশ হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সরদার

আপনার ভাই কাসিম মারা গেছেন ? কি হয়েছিল ? কি ব্যায়রাম ?

আলিবাবা

(ছোরাটার দিকে একবার চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন) ব্যায়রাম হলে ত সহজ মৃত্যু হত। ব্যায়রাম নয়—সে অনেক কথা। দেখুন এসব কথা গোপন করা উচিত [থামিয়া গেলেন]

সরদার আবার কি মনে করিয়া ছোরাটা কোষবদ্ধ করিলেন।

----কিন্তু আর পারছি না আমি! আমি কারো কাছে প্রাণ খুলে কাঁদতে চাই।

সরদার

গোপন কথা শুনতে চাই না। কি দরকার!

এমন সময় আর একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য

(আলিবাবাকে) আপনি একবার অন্দরে চলুন— সাকিনা বিবির মূর্চ্ছা এখনও ভাঙে নি। হাকিম সাহেবও এখনও আসেন নি।

আলিবাবা

আপনি বসুন। আমি আসছি এখুনি, মাপ করবেন —ওরে মরজিনা—কিছু ফল এখানে দিয়ে যা!—আমি আসছি এখুনি।

আলিবাবা চলিয়া গেলেন।

আলিবাবা চলিয়া গেলে সরদার ভৃত্যদের চলিয়া যাইতে বলিলেন। ভৃত্যগণও চলিয়া গেল।

সরদার

লোকটা সরল। হোক সরল—তবু একে মারতে হবে। ফাঁক পাচ্ছি না—রাত্রে থাকতে হল দেখছি। আজ রাত্রিই এর জীবনের শেষ রাত্রি। আমি এত মানুষ খুন করে—নিজের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হত্যা করে যে টাকা উপার্জ্জন করেছি এই শয়তান তা অনায়াসে চুরি করে এনেছে। জাফর আর ফরিদের মৃত্যুর কারণ এই বদমাস! সরল!

মরজিনা ফল প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য-সম্ভার আনিয়া রাখিল। সরদার একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সরদার

এঁদের কাছে কতদিন আছো তুমি?

মরজিনা

(ফল সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে) অনেকদিন হয়ে হয়ে গেল।

সরদার

তোমার মা বাবাও কি এঁদের বাড়ীতে আছেন ?

মরজিনা

আমার মা বাবা কে আমি জানি না। সাকিনা বিবির বাবা আমাকে কিনে আনেন।

সরদার

(সাগ্রহে) কিনে আনেন ? কোথা থেকে ?

মরজিনা

শুনেছি হিরাটের হাট থেকে।

সরদার

(রুদ্ধশ্বাসে) হিরাটের হাট থেকে ? দেখি কাছে এস ত।

মরজিনা একটু সন্দিগ্ধভাবে কাছে সরিয়া গেল।

আরও একটু কাছে এসো। মুখটা তোল ত দেখি—

মরজিনা

কেন, কি চান আপনি ?

সরদার

(উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন) আমি দেখতে চাই তুমি আমার মেয়ে কি না ! হিরাটের হাটে তোমাকে কিনেছিল ?---দেখি---দেখি

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া মরজিনার চিবুক তুলিয়া দেখিলেন।

নাঃ---কই নেই ত। তাকে আর আমি ফিরে পাব না ?----

মরজিনা

কি বলছেন আপনি ! কাকে ফিরে পাবেন----

সরদার

(অপ্রতিভভাবে) ও কিছু নয় ! একটু সিরাজি দাও ত----উঃ কতদিন হয়ে গেল----তার মুখও আমার ভাল মনে নেই---শুধু মনে আছে তার চিবুকের তলায় একটা কাটা দাগ ছিল---কই তোমার নেই ত ! দেখি আর একবার…

মরজিনা

আপনার আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে! কি হয়েছে আপনার।

সরদার

কিছু নয়। আমিও হিরাটের হাটে বহুদিন আগে আমার একমাত্র মেয়েকে বিক্রি করে ফেলেছিলাম। তার চিবুকের তলায় কাটা দাগ ছিল। কই তোমার ত নেই ---দেখি আর একবার---ভয় কি---আর একবার দেখতে দাও (আর একবার দেখিলেন) নাঃ---নেই। সে আর বেঁচে নেই। তুমি যদি আমার মেয়ে হতে! তুমি আমারই মত আর এক হতভাগার বুকছেঁড়া রত্ন। আমার নয়---আমার মেয়ে সে হয়ত আর কোথাও---কিম্বা সে হয়ত বেঁচে নেই---অত্যাচারে অত্যাচারে সে হয়ত মরে গেছে---বাঁদী দেখলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে---এতদিন ডাকাতি করেও...

হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

মরজিনা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। তাহার পর আত্মসম্বরণ করিয়া ফলগুলি সাজাইয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক। মরজিনা ফলগুলি নিপুণভাবে সাজাইয়া দিয়া হাসিমুখে প্রশ্ন করিল:

মরজিনা

আপনি সিরাজি চাইলেন না ? আনছি।

চলিয়া গেল।

সরদার

আর দেরী করা ঠিক নয়---ধরা পড়ে যাব। আজ রাত্রেই কাজ শেষ করতে হবে। আজ রাত্রেই বার করতে হবে আমার জিনিস কোথায় এরা লুকিয়ে রেখেছে। সন্ধান নিতে হবে—সন্ধান নিতেই হবে (একটু ভাবিয়া) কিন্তু কার জন্যে এত করে মরছি-- -কার জন্যে। আমার নিজের বলতে ত কেউ নেই। শেষ পর্য্যন্ত আপনার বলতে ছিল জাফর আর ফরিদ। বিশ্বাসী ---অন্তরঙ্গ। অম্লান-বদনে আমার উদ্যত ছোরার তলায় গলা বাড়িয়ে দিলে। উঃ কি ভুলই করেছিলাম। ভুল ! ভুল ! সারাজীবনটাই ভুল করে এলাম। টাকার নেশা তবু এখনও কাটল না। অথচ আমার যা আছে তাতে একটা লোক বাদশার মত কাটিয়ে যেতে পারে। কার জন্যে এ সম্পদ—এই মেয়েটা যদি আমার হ'ত।

সিরাজির বোতল ও পানপাত্র প্রভৃতি লইয়া একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল ও সরদারের সম্মুখে সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া একপাত্র সিরাজি ঢালিয়া দিল। সরদার তাহা পান করিতে

লাগিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মরজিনা দ্রুতবেগে আসিয়া প্রবেশ করিল।

মরজিনা

খাবেন না! এ কি খেয়ে ফেলেছেন! ও যে বিষ খেলেন! আপনি ডাকাত কি না জানি না---সন্দেহ করে সিরাজিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। আপনি ডাকাত হোন---যাই হোন---আপনি অতিথি----এ কি করলাম আমি।

সরদার

বিষ? (পেয়ালাটা দেখিলেন) তুমি বিষ দিয়েছ আমায়। (উচ্ছ্বসিত স্বরে) তবে নিশ্চয়ই তুমি আমার মেয়ে----আমি চিনতে পারছি না---দাগ ছিল মিলিয়ে গেছে। তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে বিক্রি করে-ছিলাম, তার শাস্তি দিয়েছ। আমার মেয়ে না হলে এতবড় শাস্তি আমায় কেউ দিতে পারত না। মাথা ঘুরছে---উঃ---কেমন যেন সব অন্ধকার হয়ে আসছে। (শুইয়া পড়িলেন) মা আমায় সাজা দিয়েছিস---এইবার মাপ কর। আমার কাছটিতে আয়---(মরজিনা কাছে গেল)

হোসেন ও আলিবাবার প্রবেশ।

(হোসেনের প্রতি) দোস্ত চললাম।

হোসেন

এ কি ?

আলিবাবা

এ কি----এ সব কি মরজিনা ?

সরদার

মরজিনা জানে না আলি মিঞা। শোন---আমি কে জান ? সেই গুহার মালিক---আমারই রত্ন আহরণ করে তুমি আজ আমীর। কাসিমকে মেরেছি---তোমাকেও মৃত্যুদণ্ড দিতে এসেছিলাম----পারলাম না। আমার সব সম্পত্তি তোমাদেরই রইল। মরজিনাকে সুখী কোরো। ওই আমায় দিয়েছে দণ্ড---দিয়েছে মুক্তি (মৃত্যু)।

আলিবাবা

এ সব কি---হোসেন---মরজিনা---এ সব কি ? আমি চাই না---আমি চাই না---চাই না এ সব। খোদা আমায় আবার গরীব করে দাও---আবার গরীব করে দাও---আবার গরীব করে দাও !

—যবনিকা—